POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (المائدہ:70)

নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ এবং খৃষ্টানগণ– যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে। (আল মায়েদা: ৭০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 2রা জুন, 2022 1 জুল কাআদা 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যথাস্থানে সম্পদ খরচ করা এবং অপরকে শিক্ষাদান করার শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন- আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, ' ঈর্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু দুই জন ব্যক্তির উপর। প্রথম ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ দান করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সেই সম্পদ যথাস্থানে খরচ করার তৌফিক দান করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন আর সে সেই জ্ঞানকে নিজের মধ্যেও বাস্তবায়িত করে এবং অপরকেও শেখায়।

সদকা এবং যাকাত পবিত্র সম্পদ থেকে দান করা উচিত

১৪১০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ েথকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুর তুল্য সদকাও দান করেছে এবং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন আর সেই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সদকা দানকারীর জন্য তা বর্ধিত করেন, ঠিক সেই ভাবে যেভাবে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বাছুর পালন করে। এমনকি তা (সেই সদকা) পর্বততুল্য হয়ে যায়।
(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত)

জুমআর খুতবা, ২২ এপ্রিল, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে তাদেরকে কষ্ট দিয়েও সুখ পাবে, সে মস্ত ভুল করছে। এমন ব্যক্তি আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এবং ওলীদের বিরোধীতা, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া সুফল বয়ে আনতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

যখন কোনও ব্যক্তি কাউকে নিজের সন্তানের মত করে ভালবাসে, আর অন্য একজন বারবার একথা বলে যে, সে যেন মারা যায় অথবা এই ধরণের মনোপীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, তাকে কষ্ট দেয়, তবে কি সেই ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে? কখনোই না!আর এটাই তো স্বভাবিক। আর যে পিতার সন্তানের জন্য সেই ব্যক্তি বদদোয়া করছে বা মনোপীড়াদায়ক কথা বলছে, এমন ব্যক্তিকে সে কিভাবে ভালবাসতে পারে? অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার ওলীরাও আল্লাহ্‌র সন্তানের ন্যায়। কেননা, তারা দৈহিক সাবালকত্বের পোশাক খুলে ফেলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ক্রোড়ে লালিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের তত্ত্বাবধায়ক হন আর তাদের জন্য আত্মাভিমান রাখেন। যখন কোনও ব্যক্তি (সে যতই নামাযী বা রোযাদার হোক না কেন) তাদের বিরোধিতা করে এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লাগে, তখন আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমান উদ্বেলিত হয় আর তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উপর তাঁর ক্রোধ ফেটে পড়ে, কারণ তারা তাঁর এক প্রিয়ভাজনকে দুঃখ দিতে চেয়েছে। তখন তাদের নামায কিম্বা রোযা কিছুই কাজে আসে না। কেননা নামায ও রোযার মাধ্যমে সেই সত্তাকেই সন্তুষ্ট করতে হত যাঁকে তাদের অপর একটি কর্ম অসন্তুষ্ট করে দিয়েছে। তাই সেই সন্তুষ্টির মর্যাদা কিভাবে লাভ হওয়া সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐশী ক্রোধ প্রশমিত হয়। আর এই নিবোর্ধরা ক্রোধের কারণ সম্পর্কে অনবহিত থাকে, বরং নিজেদের নামায ও রোযা নিয়ে তাদের মধ্যে এক প্রকার অহংকার থাকে। পরিণামে তাদের প্রতি খোদা তা'লার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তাঁর নৈকট্য লাভের পরিবর্তে ক্রমশ দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। । অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ আত্মবিলীনতার অবস্থায় থাকে এবং খোদার আশ্রয়ে নিজে সঁপে দেয় এবং খোদার ক্রোড়ে প্রতিপালিত হয় এবং খোদার কৃপা তাকে আবৃত করে রাখে, এমনকি তার কথা বলা খোদা তা'লার কথা বলা হিসেবে গণ্য হয়, তার বন্ধু খোদার বন্ধু আর তার শত্রু খোদার শত্রু হয়ে যায়। অতএব, খোদা তা'লার শত্রু থেকে কোনও ব্যক্তি কিভাবে পূর্ণ মোমেন হতে পারে? এভাবে তার ঈমান ক্ষয় হয় এবং তাকে অভিশপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এবং ওলীদের বিরোধীতা, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া সুফল বয়ে আনতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে তাদেরকে কষ্ট দিয়েও সুখ পাবে, সে মস্ত ভুল করছে। এমন ব্যক্তি আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

নিশ্চয় তোমাদের জন্য চারপেয়ে জন্তুদের মাঝেও শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ রয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করা না তাদের গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়ে তোমাদের খাওয়ার জন্য পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর দুধ তৈরী করি যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ
مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

সেই শিক্ষণীয় নিদর্শনটি কি যার দিকে এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা পরের শব্দেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল চতুষ্পদ জন্তুরা ঘাস ও লতাপাতা খায় যার থেকে গোবর তৈরী হয় আর সেই গোবরের একাংশ থেকে রক্ত এবং রক্তের একাংশ থেকে দুধ তৈরী হয় যা মানুষ তৃপ্তি সহকারে খায়। সেই দুধ এতটাই খাঁটি হয় যে কোনও খুঁতখুতে স্বভাবের মানুষও তা খেতে ঘৃণাবোধ করে না। অথচ দুধ প্রথমে রক্ত ছিল রক্ত সেই পরিশিষ্ট অংশ থেকে তৈরী হয় যা খাদ্য থেকে প্রাণীদেহের যকৃতে তৈরী হয়। আর সেখান থেকে ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তে গিয়ে সূক্ষ্ম তরল রূপে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়, যেখানে পৌঁছানো মাত্রই তা রক্তে পরিণত হয়। আর সেই রক্ত ওলানে পৌছনোর দুধে পরিণত হয়।

এই আয়াতে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, মানুষ খায় না এমন ঘাস ও লতাপাতা পেটে গিয়ে গোবর তৈরী হয় এবং তা থেকে রক্ত ও দুধ তৈরী হয়। আর সেই দুধ খাঁটি হয়, তাতে কোনও প্রকার কলুষতা থাকে না এবং যা সুস্বাদু হয়ে থাকে। মানুষ সেই ঘাসকে সেই পশুদের পেটের বাইরে দুধে পরিণত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই ঘাসকে পশুর মধ্য দিয়ে দুধে পরিণত করে দেন। এর থেকে মানুষের এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, সেই প্রকৃতিগত শিক্ষা যা অনুসরণ করে মানুষ পূর্ণ বিশ্বাসের মর্যাদায় পৌঁছতে

এরপর ৯ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের মাঝামাঝি অংশে ওয়ালইয়াতালাফ্ফাত শব্দ এসেছে, এই শব্দটি কুরআনের মাঝামাঝি অংশে বর্ণিত হওয়ার মধ্যে কি কোনও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে?

হুযুর আনেয়ার (আই.) ২০২১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমকে আয়াত এবং সূরা হিসেবে নাযেল করেছেন। আঁ হযরত (সা.) খোদার পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করে এর বর্তমান বিন্যাস দান করেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর তিরোধানের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে কুরআন করীমকে যেভাবে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি সবই ব্যক্তিগত বিষয়। এর দ্বারা কুরআন করীমের চিরন্তন শিক্ষামালা এবং এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে কোনও তারতম্য ঘটে না।

কুরআন করীমের শিক্ষামালা প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার একত্ববাদের প্রচার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যখন কুরআন করীমের উপর অনুধাবন করি, তখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, কুরআন করীমের প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তা'লার একত্বের ঘোষণা রয়েছে তেমনি শেষের দিকেও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উদ্ঘোষ রয়েছে। আর কুরআন করীমের মধ্যমাংশে যে সূরাটি রয়েছে অর্থাৎ সূরা কাহাফ, সেটিও বিশেষরূপে একত্ববাদের বিষয় সংবলিত। আর এই সূরা সূচনা এবং সমাপ্তি হয়েছে একত্ববাদের ঘোষণার মাধ্যমে।

অতএব, কুরআন করীমের এই বিন্যাসের মধ্যে এই প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের স্থানে স্থানে একত্ববাদের শিক্ষা বর্ণনার মাধ্যমে মানুষকে একটি বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তাটি হল মানুষের সফলতার রহস্য এর মধ্যেই নিহিত যে সে যেন আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে নিজের সব কিছু মনে করে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে যাতে পরকালের শাশ্বত জীবনে খোদা তা'লার অসীম কৃপার উত্তরাধিকারী হতে পারে।

প্রশ্ন: আমি আমার জামাতে নামাযের ইমামতি করি। জুমআর নামাযে কুনুত পড়তে চাই। কেননা বর্তমানে মহামারির প্রকোপ রয়েছে। তাছাড়া আহমদীদের উপর কিছু কিছু দেশে অত্যাচার হচ্ছে। কিন্তু কিছু সদস্যের এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। এ সম্পর্কে অনুমতি এবং পথপ্রদর্শন যাচনা করছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন: আঁ হযরত (সা.) ইমামুস সালাতের জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী দিয়ে গিয়েছেন।

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (صحیح بخاری کتاب الاذان)

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

অর্থাৎ যখন কোনও ব্যক্তি নামায পড়ায় তখন তার সংক্ষিপ্ত নামায পড়ানো উচিত। কেননা নামাযীদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ সকলেই থাকে। আর যখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একাকী নিজের নামায পড়ে তখন সে যতটা খুশি নামাযকে দীর্ঘায়িত করুক।

নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ প্রসঙ্গে হাদীস থেকে জানা যায় যে আঁ হযরত (সা.) মুসলমানদেরকে কোনও বিপদ আপতিত হলেও কিছু সময়ের জন্য কুনুতের পন্থা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন। রাজি এবং বেয়রে মাউনা-র সময় ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছলকপটতার সঙ্গে বিরাট সংখ্যক সাহাবাদের শহীদ করার পর হুযুর (সা.) এই বিরোধী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে ত্রিশ দিন পর্যন্ত দোয়া পাঠ করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

এছাড়াও হুযুর (সা.) সাহাবাদেরকে বিতর নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং এর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন দোয়াও শিখিয়েছেন।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু কুনুতি ফিল বিতর)

অতএব, কুনুত পাঠ করার একটি পদ্ধতি হল বিতর নামাযে মাধ্যমে। আর একটি কুনুত বিশেষ পরিস্থিতিতে যেমন শত্রুদের পক্ষ থেকে কোনও কষ্ট পেলে বা কোনও মহামারি প্রাদুর্ভাব ঘটলে অবলম্বন করা হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগাম সংবাদ অনুসারে পাঞ্জাবে যখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটল, তখন হুযুর (আ.) আঁ হযরত (সা.) -এর এই রীতি অনুসরণ করে বলেন: 'বর্তমানে যেহেতু মহামারির প্রকোপ বেড়েছে, তাই নামাযে কুনুত পাঠ করা উচিত।"

(আল বদর, নম্বর-১৫, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৫, ১লা মে, ১৯০৩)

তিনি আরও বলেন: প্রত্যেকের তাহাজ্জুদে ওঠার চেষ্টা করা উচিত এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামাযেও দোয়া কুনুত যুক্ত করা উচিত।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯২)

এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুনুতে পঠিত দোয়াগুলি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: এতে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মাসুরা দোয়াগুলিও পড়া উচিত।"

(বদর পত্রিকা, নম্বর-৩১, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১লা আগস্ট, ১৯০৭, পৃ: ১২)

কুনুত প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও স্মরণযোগ্য যে, প্রথমত এটি বিভিন্ন নামাযে পাঠ করা সুন্নত, ফরয নয়। তাই এটিকে পড়া আবশ্যক বলে ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে নামাযে কুনুত পাঠ করার বর্ণনা পাওয়া গেলেও জুমার নামাযে তা পাঠ করার কোথাও কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই এমন পুণ্যকর্মে যাতে অন্যারা অংশগ্রহণ করছে তা সেই সীমা পর্যন্তই সম্পাদন করা উচিত যে সীমা পর্যন্ত শরিয়ত অনুমতি দিয়েছে। যাতে কোনও কষ্টের সম্মুখীন না হতে হয়।

প্রশ্ন: আমরা যখন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'হৃদয়' শব্দটি ব্যবহার করি, তখন কি সেটি সেই অঙ্গকেই বোঝানো হয় যা মানবদেহে রক্ত সংবহনের কাজ করে? না কি এর দ্বারা আত্মা এবং মস্তিষ্ককে বোঝানো হয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের চিঠিতে এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন- আরবীতে সাধারণত হৃদয় বোঝাতে 'কালব' এবং 'ফুয়াদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর এই উভয় শব্দ কুরআন করীমে বাহ্যিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- হৃদয় পর্দাবৃত হয়ে যাওয়া, হৃদয়ে বক্রতা সৃষ্টি হওয়া, হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়া, হৃদয়ের ঈমান আনয়ন না করা, হৃদয়ের ব্যধি সৃষ্টি হওয়া, হৃদয়ে মোহর লাগা, মরিচা ধরা, প্রত্যাখ্যান করা, হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া, হৃদয়ে সংশয় জন্ম নেওয়া, হৃদয়ে অন্ধ হওয়া, হৃদয় ওষ্ঠাগত হওয়া, হৃদয়ের বিমুখ হওয়া, হৃদয়ের না বোঝা, হৃদয়ের পুণ্য ও পাপ অর্জন করা, হৃদয় পবিত্র হওয়া, হৃদয় আল্লাহ্ স্মরণ থেকে উদাসীন হওয়া, হৃদয়ের আশ্বস্ত হওয়া, হৃদয়ে তাকওয়া থাকা,হৃদয় সুদৃঢ় হওয়া,হৃদয়ের স্থির সংকল্প হওয়া, হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করা, হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার বাণী অবতীর্ণ হওয়া, হৃদয় উদ্বেগমুক্ত হওয়া হৃদয়ের দেখা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে হাদীসেও হৃদয় শব্দটি বাহ্যিক অর্থ ছাড়াও রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব কুরআন ও হাদীসে এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া বলে দিচ্ছে যে, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাষায় হৃদয় বলতে কেবল দেহে রক্ত সংবহনকারী একটি অঙ্গকে বোঝায় না, বরং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাষায় এই শব্দটিকে রূপকভাবেও বহু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে আত্মা, জ্ঞান, বোধশক্তি, বিবেক-বুদ্ধি, উদ্দেশ্য, মানবপ্রকৃতি, বীরত্ব এবং বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) 'কালব' এবং 'ফুয়াদ' শব্দের আভিধানিক গবেষণা প্রসঙ্গে বলেন: 'কালব' - এর অর্থ 'ফুয়াদ', হৃদয়। ..... আবার কখনও কালব; শব্দটি বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। আর 'কালব' শব্দের দ্বারা সেই সব অবস্থা বর্ণনা করা হয় যা আত্মা, জ্ঞান, বীরত্ব ইত্যাদি এর সঙ্গে বিশিষ্ট। 'কলব'-এর অর্থ চিন্তা করা এবং বিবেচনা করা।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: হৃদয়ে ঈমান লেখার অর্থ ঈমান প্রকৃতি এবং সহজাত সংকল্পে প্রবেশ করল এবং মানবপ্রকৃতির অংশে পরিণত হল, মাঝে কোনও কৃত্রিমতা অবশিষ্ট থাকল না। আর ঈমান হৃদয়ের শিরা উপশিরায় প্রবেশ করার মর্যাদা মানুষ তখন লাভ করে, যখন মানুষ রুহুল কুদুসের পক্ষ থেকে সহায়তা লাভ করে এক নতুন জীবন প্রাপ্ত হয়। আর যেভাবে প্রাণ সব সময় শরীরকে রক্ষা করার জন্য শরীরের অভ্যন্তরে থাকে এবং তার উপর আলোকপাত করতে থাকে। অনুরূপভাবে এই নতুন জীবনের রুহুল কুদুসও অভ্যন্তরে অবস্থান করে।..... যেভাবে মানব দেহ প্রাণ নিয়ে সব সময় জীবিত থাকে, হৃদয় এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তিনিচয় রুহুল কুদুসের সঙ্গে জীবিত হবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা 'আমরা তাদের হৃদয়ে ঈমান লিখে দিয়েছি' বলার পর একথাও বর্ণনা করেছেন যে, রুহুল কুদুস দ্বারা আমরা তাদের সমর্থন করেছি, কেননা যেহেতু ঈমান হৃদয়ে লেখা হয়েছে এবং মানবপ্রকৃতিতে প্রবেশ করেছে, তাই মানুষ এক নতুন জন্ম লাভ করল আর রুহুল কুদুসের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া এই নতুন জন্ম লাভ করা সম্ভব নয়। রুহুল কুদুস নাম এজনই রাখা হয়েছে যে, এর মধ্যে প্রবেশ করলে মানুষ এক পবিত্র আত্মা লাভ করে। (ক্রমশ....)

জুমআর খুতবা

নামাযের প্রাণ ও আত্মা সেই দোয়া যার মধ্যে এক আনন্দ ও সুখানুভূতি রয়েছে।”

রমযানুল মুবারকে সম্পাদনকৃত পুণ্যকর্মসমূহকে সারা বছর অব্যাহত রাখার উপদেশ।

ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য একদিকে যেমন ঈমান সুদৃঢ় রাখা জরুরী, তেমনি অপরদিকে জ্ঞানগত ও কর্মগত উন্নতিও আবশ্যক আর জন্য প্রচেষ্টাও জরুরী।

“আমাদের জামাতের মধ্যে সতেজতা আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের মধ্যে সত্যিকার সহানুভূতি না থাকে।”

এটাই আমাদের কর্মপন্থা: নামাযের প্রতি স্থায়ীভাবে মনোযোগ দেওয়া, নামায যত্নসহকারে পড়া, কুরআন করীম বুঝে পড়া এবং এর নির্দেশাবলী পালন করা, একে অপরের অধিকার প্রদান করা এবং একত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকা।

পৃথিবীর জন্যও দোয়া করুন যেন পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি হয়।

তেমনিভাবে যেসব আহমদী (ধর্মীয় কারণে) কারাবন্দি রয়েছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন। পাকিস্তানে আহমদীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন– তা থেকে উত্তরণের জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর আরও কিছু দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২২ এপ্রিল, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২২ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:রমজান এলো এবং সেসব মানুষের মাঝে কল্যাণরাজি বিতরণ করে চলে গেল যারা এথেকে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করেছে। মাত্র দু'টি রোযা অবশিষ্ট আছে অথবা কোন কোন স্থানে হয়ত তিনটি রোযা রয়ে গেছে। যাহোক, রমজান সমাপ্তির পথে। একজন বুদ্ধিমান এবং সত্যিকার মু'মিন সর্বদা স্মরণ রাখে এবং রাখা উচিত যে, রমজান শেষ হওয়ার কারণে আমরা আমাদের অনেক দায়-দায়িত্ব এবং অবশ্য-পালনীয় বিষয়াদি থেকে মুক্ত হয়ে যাই নি, বরং রমজান এসব অবশ্য করণীয় দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে।

এটিএসব ফরয বা অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব পালন এবং স্থায়ীভাবে পালনের রীতি শিখাতে এসেছিল এবং এক্ষেত্রে উন্নতির সোপানগুলো চিহ্নিত করার জন্য এসেছিল আর এগুলো শিখিয়ে (রমজান) শেষ হচ্ছে। যদিও ফরয রোযার মাস শেষ হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য আবশ্য পালনীয় দায়ীত্বাবলীর মানকে উঁচু রাখা এবং এতে উন্নতি করার সময় শুরু হতে যাচ্ছে। রমজানের পর এসব অবশ্য পালনীয় কাজ ও অধিকার প্রদানের মান আমরা কীভাবে ধরে রাখব, আমরা যদি সেই সত্যকে ভুলে যাই তাহলে আমরা আমাদের রমজান সেভাবে কাটাই নি যেভাবে মহানবী (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, পাঁচবেলার নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমজান থেকে পরবতী রমজান, উভয়ের মধ্যবতী সময়ে সংঘটিত পাপের কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে থাকে, শর্ত হলো; বড় বড় পাপ পরিহার করে চলা।

(সহী মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস-৫৫২)

এখানে স্পষ্ট থাকা উচিত যে, মানুষ যদি তাদের ছোট-খাট পাপ এবং ভুল-ত্রুটিকে চিহ্নিত না করে, সেগুলো থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা না করে আর সেগুলো সংঘটিত হওয়ার পর তওবা-এস্তেগফার না করে তাহলে সেগুলোই কবিরা গুনাহ্ বা বড় পাপে পরিণত হয়।

অতএব, এখানে (একথা বলা অর্থ) হলো, মানুষ যেন সর্বদা খোদা তা'লার ভয় হৃদয়ে লালন করে, এস্তেগফার করতে থাকে যাতে এসব পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। বকাজেই, আমরা যদি পুণ্যকাজ এবং আবশ্যিক দায়িত্বাবলি পালন আর ইবাদত ও মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মাধ্যমে এক রমজানকে পরের রমজানের সাথে মেলানোর জন্য বছরের বাকি মাসগুলো না কাটাই তাহলে আমরা রমজানকে পরিপূর্ণরূপে কাজে লাগাই নি। আমাদের সৌভাগ্য হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের বিশদভাবে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। বার বার এবং অনবরত আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নিজেদের ইবাদতের দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন কর আর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকারও প্রদান কর। তিনি আমাদের জীবন যাপনের জন্য আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আমরা যদি এই কর্মপন্থাকে আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করি, এই রীতি অনুসারে নিজেদের জীবন যাপনের চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা পুণ্যে অগ্রগামী হওয়া ও উন্নতির পথে চলার যোগ্য হয়ে যাবে। যা এক রমজানকে অপর রমজানের সাথে যুক্ত করার বা মেলানোর পথ। যা এই মধ্যবতী সময়ে কৃত ভুল-ত্রুটি ও পাপাচার থেকে রক্ষার পথ, (পাপ) ক্ষমা করানোর পথ। এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসই আমাদেরকে বার বার ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুসারে জীবন-যাপনের উপদেশ প্রদান করেন আর স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির স্থায়ী উত্তরাধিকারী হতে চাও তাহলে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। অতএব তাঁর [তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] উপদেশসমূহের মাঝ থেকে কয়েকটি উপদেশবাণী এখন আমি উল্লেখ করব।

রমজান মাসে ইবাদতের প্রতি আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়, ফরয নামাযসমূহ এবং নফল নামায আমরা বিশেষ গুরুত্বসহকারে আদায় করার চেষ্টা করি, কিন্তু নামাযের আবশ্যতা কোনো বিশেষ মাস অথবা কোনো বিশেষ সময়ের জন্য নয়, বরং দিনে পাঁচ বেলার নামায নির্ধারিত সময়ে সারা বছরের বারো মাস আদায় করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে মু'মিনদের বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (সা.) একবার বলেন, নামায পরিত্যগ করা মানুষকে কুফর এবং শিরকের নিকটবতী করে দেয়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-২৪৭)

তিনি (সা.) আরও বলেন, কেয়ামত দিবসে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হলো 'নামায'। যদি নামাযের হিসাব সঠিক থাকে তাহলে বান্দা সফল হলো এবং মুক্তি পেল।

(সুনানুত তিরমিযি, আবওয়াবুস সালাত, হাদীস-৪১৩)

অতএব নামায এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (নামায) কোনো বিশেষ মাসের জন্য নির্ধারিত নয়, বরং দিনে পাঁচ বেলার নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বার বার নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন আর সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নামায কী, কীভাবে আদায় করতে হয় এবং আমরা কীভাবে নামাযের স্বাদ পেতে পারি? সেই স্বাদ লাভের চেষ্টা করা উচিত। এমন নামায আদায় করতে হবে যে, নামায হবে আল্লাহ্‌র সাথে ভালোবাসা বৃদ্ধিকারী। এমনটি নয় যে, যখন প্রয়োজন হলো, জাগতিক সমস্যা দেখা দিল, তখন জায়নামায বিছিয়ে বা মসজিদে গিয়ে সামান্য আহাজারি করলাম বা কান্নাকাটি করলাম, দোয়া করলাম। আর সমস্যা সমাধা হলে (নামাযের বিষয়টি) একেবারেই ভুলে গেলাম অথবা কেবল রমজানেই নামাযের প্রতি মনোযোগ দিলাম এবং পরবতীতে নামাযের বিষয়টি ভুলে গেলাম অথবা ততটা মনোযোগ দেওয়া

হলো না যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। বিষয়টি এমন হলে নামায, জুমুআ আর রোযার কোনটিই পাপ মোচনকারী হয় না– যেমনটি উল্লিখিত হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। নামায কী? এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এ এক বিশেষ দোয়া, কিন্তু মানুষ এটিকে রাজা–বাদশাহদের কর মনে করে, [যেন বাধ্য হয়ে পড়তে হচ্ছে]। নির্বোধ এতটাও বুঝে না যে, খোদা তা'লার এমন বিষয়ের কী প্রয়োজন, বরং তঁার পরবিমু খতা এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী নয় যে, মানুষ দোয়া, তাসবীহ্ ও তাহলীলে (বা লা ইলাহা পড়ায়) রত থাকবে? সত্য কথা হলো, এতে প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই কল্যাণ নিহিত। কেননা, এভাবে সে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়। তিনি (আ.) বলেন, এটি দেখে আমার খুব দুঃখ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তা কওয়া এবং ধার্মিকতার প্রতি (মানুষের) ভালোবাসা নেই। এগুলো ভালোবাসার বিষয়, ভালোবাসা থাকলে ঐসকল আবশ্যকীয় বিষয় সঠিকভাবে পালিত হয়। এর কারণ হলো, কুপ্রথার এক সার্বজনীন বিষক্রিয়া। এ কারণেই খোদা তা'লার ভা লোবাসা হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কুপ্রথায় অধিক নিমজ্জিত হয়ে গেছে এবং ইবাদত যেমন উপভোগ্য হওয়ার কথা ছিল তেমন উপভোগ্য হয় না। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ ও বিশেষ এক আনন্দ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। এক রোগী যেভাবে এক উত্তম ও সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পায় না এবং সে সেটিকে একেবারেই তিক্ত বা স্বাদহীন মনে করে। ঔষধ অথবা রোগের কারণে মুখ বিস্বাদ হয়ে যায়, কোনো কিছু র স্বাদ পাওয়া যায় না, রোগী খেতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা খাবারের ত্রুটিবের করতে থাকে! তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে, যারা খোদার ইবাদতে আনন্দ ও স্বাদ পায় না, তারাও অসুস্থদের ন্যায় এবং তাদের নিজেদের অসুস্থতার বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিতকেননা, যেভাবে আমি একটু আগেই বলেছি, এ পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন প্রকার স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কী কারণ থাকতে পারে যে, এই ইবাদত তার জন্য আনন্দের ও উপভোগ্য হবে না? স্বাদ এবং আনন্দ অবশ্যই আছে (এমনটি নয় যে, স্বাদ নেই) কিন্তু তা উপভোগ করার মতো মানুষও থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭) মানুষ যেখানে সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য সেখানে ইবাদতে এক পরম মার্গের আনন্দ এবং স্বাদ থাকাও আবশ্যক। অবশ্যই সেই মানের স্বাদ থাকা উচিত যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি। উদাহণস্বরূপ দেখ! খাদ্যশস্য এবং সকল প্রকার পানাহারের দ্রব্য মানুষের জন্য সৃষ্ট।পানাহারের সকল জিনিসই মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সে কি এগুলোর মাঝে স্বাদ ও আনন্দ পায় না? এই স্বাদ ও মজা আস্বাদনের জন্য কি তার মুখে জিহ্বা নেই? সে কি সুন্দর জিনিস দেখে, তা হোক উদ্ভিদ বা জড়, পশু হোক বা মানুষ, খুশি হয় না? হৃদয়ে পুলক জাগানো এবং মধুর সুরে কি তার কান মোহিত হয় না? একথা প্রমাণের জন্য আর কোন যুক্তিপ্রমাণের প্রয়োজন আছে কি যে, ইবাদতে স্বাদ আছে? সবকিছুতেই স্বাদ আছে এবং তা মানুষ উপভোগ করে থাকে, তাহলে ইবাদাতে কেন স্বাদ থাকবে না? তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখো, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও এক স্বাদ ও আনন্দ নিহিত আছে আর এই স্বাদ ও আনন্দ পৃথিবীর সকল প্রকার স্বাদ এবং মনের সকল আনন্দ ও খুশির চেয়ে মহান ও উন্নত। যেভাবে এক রোগী খুবই উন্নত ও সুস্বাদু খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে, একইভাবে হ্যাঁ! ঠিক এভাবেই সেই মানুষও দুর্ভাগা যে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে উপভোগ করে না।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬০)

তার অভ্যাসও রোগীর ন্যায়। অতএব নিজ রোগের চিকিৎসা করাও এবং এ বিষয়ে চিন্তিত হও। অতএব স্বাদ কীভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করা দরকার।

যে বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, জানেই না, তার স্বাদ সে কীভাবে লাভ করতে পারে? যার সব চেতনাই লোপ পেয়েছে, সে কীভাবে কোনো নেয়ামত এবং তার স্বাদ থেকে লাভবান হতে পারে এবং (কীভাবে) স্বাদ অনুভব করতে পারে? কেউ যদি জাগতিকতায় মত্ত হয়ে যায় এবং এসব বিষয়ের কোন চিন্তাই না থাকে তাহলে সে তো রোগাক্রান্ত।

উক্ত সমস্যা নিরসনের উপায়ও তিনি (আ.) বলে দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমি দেখি যে, নামাযে মানুষের উদাসীনতা ও আলস্য প্রদর্শনের কারণ হলো, নামাযে অন্তর্নিহিত সেই স্বাদ ও আনন্দ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ, যা আল্লাহ্ তা'লা নামাযের মাঝে রেখেছেন আর এর বড় কারণ হলো সে তা জানে না। এছাড়া শহর এবং গ্রামে আরও বেশি আলস্য দেখা যায়। শতভাগ তো দূরের কথা শতকরা পঞ্চাশভাগও প্রকৃত সচেতনতা ও সত্যিকার ভালোবাসা নিয়ে তাদের সত্যিকার প্র ভু র সামনে সেজদাবনত হয় না। তাই প্রশ্ন দঁ াড়ায় যে, কেন? কেন সিজদাবনত হয় না, কেন তারা ইবাদত করে না? কারণ তারা এই স্বাদ সম্পর্কে জানে না আর এর স্বাদ তারা কখনো নেয় নি। অন্যান্য ধর্মে এ ধরনের নির্দেশ নেই। কোন সময় এমনও হয়ে থাকে যে, আমরা কাজে ব্যস্ত থাকি আর মুয়াজ্জিনআযান দেয়, মানুষ মু য়াজ্জিনের আযান শোনাও পছন্দ করে না। তারা বলে, আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত আছি, আযান দিয়ে কী বিপদেই না ফেলে দিল। যেন তারা কষ্ট পায়, আযানের ধ্বনি শুনে তাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। অনেক সময় এমন লোকেরা মুখে বলেও ফেলে যে, লোক দেখানোর জন্য নামায পড়তে যেতে হবে অথবা দোকান বন্ধ করতে হবে। এমন মানুষ সত্যিই করুণার পাত্র। এখানেও কিছু মানুষ এমন আছে যাদের দোকান মসজিদের নীচে, কিন্তু কখনো মসজিদে গিয়ে (নামাযে) দাঁড়ায় না। অতএব, আমি বলতে চাই, এক বুক জ্বালা নিয়ে গভীর উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের সাথে আল্লাহ্ র কাছে এই দোয়া করা উচিত যে, ফল এবং বিভিন্ন বস্তুর মাঝে যেভাবে নানান ধরনের স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছ, হে আল্লাহ্! নামায এবং ইবাদতের স্বাদও একবার সেভাবে পাইয়ে দাও।

এই দোয়াও আল্লাহ্ র কাছে করা উচিত, তবেই স্বাদ লাভ হবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! আমাকে নামাযের স্বাদ লাভ করাও আর মানুষ একবার স্বাদ পেলে স্বাদ কী সে তা বুঝতে পারে এবং সেদিকে মনোযোগও নিবদ্ধ করে। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কেউ যদি গভীর আগ্রহ ও আনন্দের সাথে কোন সুদর্শন (লোককে) দেখে তার খুব ভালোভাবে মনে থাকে। কিন্তু সে যদি কোন কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের লোককেদেখে তাহলে তার পুরো অবস্থা সেভাবে তার সামনে বিমূর্ত হয়। তবে কোন সম্পর্ক না থাকলে কিছুই মনে থাকে না। অনুরূপভাবে বে-নামাযী লোকদের দৃষ্টিতে নামায এক ধরনের জরিমানা। অর্থাৎ অনর্থক সকালে উঠে শীতের মাঝে ওযু করে সুখনিদ্রা বিসর্জন দিয়ে নানাআরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়। আসল কথা হলো, নামাযের প্রতি তার এক অনীহা রয়েছে আর নামাযে নিহিত এই স্বাদ ও প্রশান্তি সম্পর্কে সে বুঝে উঠতে পারে না। বাহ্যত সে মু'মিন ও মুসলমান, কিন্তু আসলে তার হৃদয়ে এক ধরনের বিরক্তি রয়েছে যা সে বুঝতে পারে না। নামাযের বিপরীতে সে আরাম ও আয়েশে বেশি মজা পায়; ঘুম ও শয়নে বেশি আনন্দ পায়। তিনি (আ.) বলেন, সে অবহিত নয় যে, নামাযে সে কীভাবে স্বাদ পেতে পারে? আমি লক্ষ্য করি, একজন মদ্যপ এবং নেশাখোর নেশা না হলে উপর্যুপরি পান করতে থাকে, যতক্ষণ না সে এক ধরনের নেশা অনুভব করে। বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ (দৃষ্টান্ত) থেকেও উপকৃত হতে পারে, আর তা হলো নিয়মিত নামায পড়া।"

এবং অবিচলতার সাথে নামায পড়তে থাকা এবং পড়া অব্যাহত রাখা যতক্ষণ না সে স্বাদ পায়। যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে একটি স্বাদ বা নেশা বিরাজ করে যা লাভ করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে অনুরূপভাবে মন-মস্তি ষ্কও সমস্ত শক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত (নামাযে) আনন্দ বা স্বাদ লাভ করা। দোয়াও করা উচিত আর চেষ্টাও করা উচিত এরপর এক নিষ্ঠা ও উচ্ছ্বাস নিয়ে নিদেনপক্ষে সেই নেশাখোর ব্যক্তির ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার ন্যায় তার হৃদয়ে দোয়ার উদ্রেক হওয়া বাঞ্ছনীয়। হৃদয়ে দোয়ার উদ্রেক হতে হবে, যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে যে, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে নামাযের স্বাদ উপভোগ করাও। তিনি (আ.) বলেন, আমি বলছি আর সত্য সত্য বলছি যে, অবশ্যই সেই স্বাদ লাভ হবে। দরদ নিয়ে দোয়া করা হলে স্বাদ লাভ হবে। এছাড়া নামায পড়ার সময় এই কল্যাণ লাভের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে যা এ থেকে (লাভ) হয়ে থাকে। এহসানের বিষয়টি দৃষ্টিপটে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে। অতএব এসব পুণ্য এবং স্বাদের (বিষয়টি) হৃদয়ে জাগ্রত রেখে দোয়া করা উচিত। অর্থাৎ সেই নামায যেন ভাগ্যে জোটে যা সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীলদের নামায। এই যে, বলা হয়েছে إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ (সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য বা নামায পাপ মোচন করে আর অন্যত্র বলা হয়েছে, নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু আমরা দেখি, অনেকে নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে। (এর কারণ কী?) এ প্রশ্নের উত্তর হলো, তারা নামায পড়ে ঠিকই, কিন্তু তা প্রাণঢালা ও নিষ্ঠাপূর্ণ হয় না। যদি কোন প্রভাব না পড়ে তাহলে এর অর্থ হলো, তারা নামায পড়লেও তা চেতনা ও নিষ্ঠার সাথে পড়ে না। তারা কেবল প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসের বশে মাথা ঠোকেমাত্র। তাদের আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এসবের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেন নি। (এ ধরনের

নামায হাসানাত বলে গণ্য হয় না।) এখানে অর্থ একই হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা 'সালাত' শব্দের পরিবর্তে 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর উদ্দেশ্য হ লো, নামাযেরবৈশিষ্ট ও অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রেরণা রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তাতে নিহিত থাকে।

এমন নামায অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে। নামায কেবল ওঠাবসার নাম নয়। নামাযের সত্যিকার সার ও প্রাণ হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক ধরনের আনন্দ এবং স্বাদ ধারণ করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬২-১৬৪)

অতএব এই স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য এবং এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও দোয়া করা আবশ্যক। শুধুমাত্র জাগতিক কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্যই যেন দোয়া না করা হয়, বরং এর জন্যও যেন দোয়া করা হয়। রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য যেভাবে মানুষ সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে, চিকিৎসাও করে আবার দোয়াও করে, তদ্রুপ এর জন্যও তোমাদের তা করা উচিত।

অতঃপর তিনি (আ.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, নামায সেভাবে পড় যেভাবে মহানবী (সা.) পড়তেন। অবশ্য নিজের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মসনূন দোয়ার পর নিজের ভাষায় অবশ্যই উপস্থাপন কর এবং খোদা তা'লার নিকট প্রার্থনা কর। এতে কোন সমস্যা নেই। এর ফলে নামায মোটেও নষ্ট হবে না। বর্তমানে মানুষ নামাযকে নষ্ট করে ফেলেছে। নামায আর কী পড়ে কেবল ঠোকর মারে। অনেক দ্রুত মুরগীর মতো ঠোকর মেরে নামায পড়ে ফেলে আর পরে দোয়া করার জন্য বসে যায়। বিশেষত আমাদের এশিয়ার দেশগুলোতে পাক-ভারতে এই রীতি রয়েছে। নামায তাড়াতাড়ি পড়ে নেয় আর তারপর হাত তুলে দোয়া করতে আরম্ভ করে। তিনি (আ.) বলেন, দোয়াই হলো নামাযের আসল সারবস্তু ও প্রাণ। নামায থেকে বেরিয়ে দোয়া করলে সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য কীভাবে চরিতার্থ হতে পারে? এর উদাহরণ এরূপ যেমন, এক ব্যক্তি বাদশাহ্র দরবারে গেল এবং সে তার আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পেলেও তখন সে কিছুই বলে না অথচ সে যখন দরবার থেকে বাইরে চলে আসে তখন সে তার আবেদন-নিবেদন উপস্থাপন করে। এতে তার কী লাভ হবে? ঠিক একই অবস্থা এসব লোকের যারা নামাযে কাকুতিমিনতির সাথে দোয়া করে না। তোমাদের যা দোয়া করা প্রয়োজন তা নামাযে কর এবং দোয়া করার পূর্ণ নিয়মকানুন দৃষ্টিপটে রেখে দোয়া কর।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮)

মহানবী (সা.) আমাদেরকে কীভাবে নামায পড়ার রীতি শিখিয়েছেন? একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি এলো এবং নামায পড়ল। তারপর মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে সালাম দিল। তিনি (সা.) বললেন, যাও, গিয়ে পুনরায় নামায পড়। মহানবী (সা.) তাকে দেখছিলেন। তিনি (সা.) মসজিদে বসেছিলেন এবং সেখানে বৈঠক চলছিল। এভাবে তিনি (সা.) তাকে তিনবার নামায পড়ালেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিবেদন করল, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এর চেয়ে ভালো নামায আমি পড়তে জানি না। তাই আপনিই আমাকে সঠিক পদ্ধতি বলে দিন যে, কীভাবে নামায পড়া উচিত? এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন তকবীর দাও এবং এরপর তোমার সাধ্যমত কুরআন তিলাওয়াত কর। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর। তারপর প্রশান্তচিত্তে রুকু কর। এমন নয় যে, একটু ঝুঁকলে আর দাঁড়িয়ে গেলে বরং পুরো রুকু কর, এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর আর এরপর সিজদা থেকে উঠে পুরোপুরি বস। অনেকে দুই সিজদার মাঝে উঠে আবার সাথে সাথে সিজদায় চলে যায়। তিনি (সা.) বলেন, পুরোপু রি বস আর এরপর দ্বিতীয় সিজদা কর। এভাবে সম্পূর্ণ নামায থেমে থেমে সুন্দরভাবে আদায় কর।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আযান, হাদীস-৭৯৩)

অনেকে প্রশ্ন করে, নামায কীভাবে সাজিয়ে -গুছিয়ে পড়া যায়? অতএব এটি হলো সুন্দরভাবে নামায পড়ার রীতি, অর্থাৎ থেমে থেমে সময় নিয়ে নামাযের সকল অঙ্গসঞ্চালন প্রশান্ত চিত্তে হওয়া উচিত।

নামাযের মর্ম বুঝে সেটি আদায় করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার পর একজন মু'মিনের দায়িত্ব হলো, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, অনুধাবন করা এবং এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা। যেভাবে অধিকাংশ মানুষের রমজান মাসে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে থাকে। তফসীরেও অভিনিবেশ করুন আর এটিও রমজানকে পরবর্তী রমজানের সাথে যুক্ত করার একটি মাধ্যম। পবিত্র কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

পবিত্র কুরআন পাঠ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের কাছে যদি কুরআন না থাকত আর ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেবল হাদীসের এই সংকলন নিয়েই আমরা গর্ব করতাম তাহলে আমরা অন্যান্য জাতিকে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না। আমি যখন কুরআন শব্দটি নিয়ে প্রণিধান করলাম তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই কল্যাণমণ্ডিত শব্দে এক অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে আ র তা হলো, এই কুরআন শরীফই পাঠযোগ্য মহাগ্রন্থ। আর এক যুগে তো (এটি) আরো বেশি পাঠযোগ্য হবে যখন অন্যান্য গ্রন্থও এর পাশাপাশি মানুষ পাঠ করবে। তখন ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য এবং বাতেলকে নির্মূল করার জন্য এটিই একমাত্র গ্রন্থ পাঠের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে আর অন্যান্য গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্য াজ্য হবে। 'ফুরকান' শব্দেরও এটিই অর্থ। অর্থাৎ এই মহাগ্রন্থ-ই সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী প্রমাণিত হবে। কোন হাদীসগ্রন্থ বা অন্য কোন পুস্তক এর সমপর্যায়ের হবে না। তাই এখন অন্য সব বইপুস্তক রেখে দিনরাত শুধু আল্লাহ্র কিতাবই পাঠ কর। সে বড় বেঈমান যে কুরআনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না আর দিবারাত্রি অন্যান্য বইপুস্তকেই মগ্ন থাকে।

আমাদের জামা'তের উচিত সর্বান্তঃকরণে কুরআন নিয়ে প্রণিধান করা আর হাদীসের পিছনে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দেওয়া। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পবিত্র কুরআনের পঠন পাঠন সেভাবে করা হয় না যেভাবে হাদীসের করা হয়।

এখন কুরআনের অস্ত্র ধারণ কর তাহলে তোমাদের জন্য বিজয় অবধারিত। এই জ্যোতির সামনে কোন অন্ধকারই টিকতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২২)

এরপর বিভিন্ন নেকী বা সৎকর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তিনি (আ.) দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, সর্বাবস্থায় ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। এর বিশদ ব্যাখ্যায় হুযূর (আ.) বলেন, দেখ! মানুষ দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক শ্রেণি হলো তারা, যারা ইসলাম গ্রহণ করে জাগতিক কার্যকলাপ ও ব্যবসাবাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে যায়, শয়তান তাদের ঘাড়ে ভর করে। আমার কথার অর্থ এটি নয় যে, ব্যবসা করা নিষেধ। না, সাহাবীরা ব্যবসাবাণিজ্যও করতেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন। ত ারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর ইসলাম-সংক্রান্ত সেই সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করেছেন যা তাদের হৃদয়কে দৃঢ়বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করেছে। এ কারণেই তারা কোন ময়দানেই শয়তানের আক্রমণে দোদুল্যমান হন নি। কোন কিছুই তাঁদেরকে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। আমার (একথা বলার) উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, যারা সম্পূর্ণরূপে বস্তুজগতের দাস ও বান্দা হয়ে যায় এবং মনে হয় যেন তারা জগতের পূজারি হয়ে গেছে, এমন মানুষের ওপর শয়তান স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং জয়যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার মানুষ হলো তারা যারা ধর্মের উন্নতি নিয়ে চিন্তা করে। এই শ্রেণি তারা যারা হিযবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র জামা'ত আখ্যায়িত হয় আর তারা শয়তান এবং তার সৈন্যবাহিনীর ওপর জয়যুক্ত হয়। সম্পদ যেহেতু ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে বৃদ্ধি পায় তাই আল্লাহ্ তা'লাও ধর্মের অনুসন্ধিৎসা এবং ধর্মের উন্নতির বাসনা লালন করাকে এক বাণিজ্যই আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ধর্ম পালনও এক বাণিজ্য, যেমন তিনি বলেন-

هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ (সূরা সাফ্ফ: ১১) অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্য সম্পর্কে অবহিত করব যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তিনি (আ.) বলেন, সবচেয়ে ভালো বাণিজ্য হলো ধর্মের বাণিজ্য যা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করে। অতএব আমিও তোমাদেরকে খোদার ভাষাতেই বলছি, هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ (সূরা সাফ্ফ: ১১)। যারা ধর্মীয় উন্নতির চেষ্টা ও ধর্মের জন্য আগ্রহকে হ্রাস করে তাদের সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও আবার শয়তান তাদের ওপর জয়যুক্ত না হয়ে যায়। তাই কখনো আলস্য দেখানো উচিত নয়। বুঝতে না পারলে প্রতিটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত যেন তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। জিজ্ঞেস করা নিষিদ্ধ নয়, বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস কর। প্রশ্ন অবশ্যই জাগা উচিত।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৩-১৯৪)

ব্যবহারিক উন্নতির জন্য জিজ্ঞেস করা আবশ্যক। কাজেই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য ঈমানের দৃঢ়তার পাশাপাশি আমলের উন্নতিও আবশ্যক আর এর জন্য চেষ্টা করা উচিত।

এরপর রমজানের কল্যাণকে অব্যাহত রাখার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে পন্থা অবলম্বনের কথা বলেছেন তা হলো, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা রমজানে যে উন্নত আদর্শ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছি তা অব্যহত রাখা। পারস্পরিক প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করা এবং একে অপরের অধিকার আদায় করা। তিনি বলেন, আমাদের জামা'ত

উন্নতি করবে না যতক্ষণ সদস্যরা একে অপরের সাথে সত্যিকার সহমর্মিতা প্রদর্শন না করবে।

যাকে পুরো শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে সে দুর্বলকে না ভালোবাসবে। আমি যখন একথা শুনি যে, কেউ কারো কোন দুর্বলতা দেখলে তার সাথে সদাচরণ করে না, বরং ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক আচরণ করে। অথচ, তার উচিত ছিল, তার জন্য দোয়া করা, ভালোবাসা, নম্রতা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাকে বুঝানো, কিন্তু তা না করে আরও বেশি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যদি ক্ষমা করা না হয়, সহমর্মিতা প্রদর্শন না করা হয় তাহলে অবস্থার অবনতি হতে হতে অবশেষে পরিণামও অশুভ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এটি চান না। একটি জামা'ত তখন গঠিত হয় যখন কতক কতকের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে এক সত্তায় পরিণত হয়ে তারাএকে অপরের অঙ্গপ্রতঙ্গ হয়ে যায় আর তখন তারা নিজেদেরকে সহোদর ভাইয়ের চেয়েও বেশি আপন মনে করে। নিজেদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সহোদর ভাইদের চেয়েও বেশি হওয়া উচিত। পরস্পরের প্রতি এমনই সহমর্মিতা থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, যেমন কারো পুত্রের দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে সেটিকে গোপন রাখা হয় এবং তাকে পৃথকভাবে বোঝানো হয়। এক ভাই অপর ভাইয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করে। এক ভাই অপর ভাইয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে যদি তারা সহোদর ভাই হয়ে থাকে। সেই ভাই কখনো তার ভাইয়ের দোষ প্রচার করতে চায় না যে, সে এই অন্যায় করেছে বা এই পাপ করেছে। প্রশ্ন হলো খোদা তা'লা যখন ভাই বানান সেক্ষেত্রে কি এসবই ভাইয়ের অধিকার প্রদান? জাগতিক ভাই ভ্রাতৃত্বের রীতিনীতি পরিত্যাগ করে না তাহলে তোমরা কেন পরিত্যাগ করবে? কখনো কখনো মানুষ জীব-জন্তু, বানর বা কুকুরের কাছ থেকেও শিখতে পারে। অভ্যন্তরীণ বিভেদ থাকার বিষয়টি অকল্যাণকর। খোদা তা'লা সাহাবীদেরও নেয়ামত ও ভ্রাতৃত্বের কথা স্মরণ করিয়েছে। তারা যদি স্বর্ণের পাহাড়ও ব্যায় করতেন তাহলেও তারা এমন ভ্রাতৃত্ব লাভ করতে পারতেন না যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তারা লাভ করেছিলেন। তেমনিভাবে খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই একই ধরনের ভ্রাতৃত্ব তিনি এ জামা'তেও প্রতিষ্ঠা করবেন। খোদা তা'লার কাছে আমার অনেক বড় আশা আছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তিনি এক জামাত প্রতিষ্ঠা করবেন যা কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের ওপর জয়যুক্ত থাকবে, কিন্তু এই দিনগুলো, যা পরীক্ষার দিন এবং দুর্বলতার সময়, তা প্রত্যেককে সুযোগ দিচ্ছে যেন তারা নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করে। দেখ, একে অপরকে দোষারোপ করা, মনে কষ্ট দেয়া এবং কোঠর ভাষা ব্যবহার করে অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া এবং দুর্বল ও অসহায়দের হেয় জ্ঞান করা কঠিন পাপ।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮-৩৪৯)

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামাতে শক্তিশালী ও পালোয়ানের প্রয়োজন নেই , বরং এমন শক্তির অধিকারী মানুষ চাই যারা চারিত্রিক পরিবর্তনে সচেষ্ট। এটি নিশ্চিত সত্য কথা, সে শক্তিশালী ও পালোয়ান নয় যে পাহাড়কে স্বস্থান থেকে টলাতে পারে, না না; সে -ই প্রকৃত বীর যে চারিত্রিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। অতএব, একথা স্মরণ রেখো! তোমাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য নৈতিক চরিত্রে পরিবর্তন সাধনে ব্যায় কর, কেননা এটিই প্রকৃত শক্তি ও বীরত্ব। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪০)

পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসা এবং একে অপরের অধিকার আদায়কল্পে বিনয় ও দীনতার সাথে জীবন যাপন করার বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য শর্ত হলো, তারা যেন বিনয় ও দীনতার মাঝে জীবন যাপন করে।"

এটি তাকওয়ার একটি শাখা। যার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যায় ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্দীকদের জন্য শেষ এবং চূড়ান্ত গন্তব্য হলো ক্রোধ পরিহার করে চলা। অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা ক্রোধ থেকেই সৃষ্টি হয়। আবার কখনো কখনো স্বয়ং ক্রোধ অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা থেকে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ক্রোধ অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা থেকে সৃষ্টি হয়। অথবা ক্রোধের কারণে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা মাথা চাড়া দেয়, কেননা ক্রোধ তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ নিজ সত্তাকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি চাই না, আমার জামা'তের সদস্যরা একে অপরকে বড় বা ছোট জ্ঞান করবে অথবা একে অপরের সাথে দাম্ভিকতাপূর্ণ আরচণ করবে বা অন্যকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ ই জানেন, কে বড় আর কে ছোট। এটি এক ধরনের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বৈ কী। যার মাঝে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার অভ্যাস আছে, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে এ অবজ্ঞা বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভ্যাস বীজের মতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বড় লোকদের সাথে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু প্রকৃত বড় ব্যক্তি সে যে দীনহীনের কথা দীনতার সাথে শুনে, তার মনস্তুষ্টি করে, তার কথার সম্মান করে, তাকে ক্ষেপানের উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে না যার কারণে সে কষ্ট পেতে পারে। বিশেষ করে বড়দের তথা কর্মকর্তাদেরও এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, কর্মকর্তারা যার সাথেই কথা বলবে তারাযেন বিনয় ও নম্রতা এবং ভালোবাসার সাথে কথা বলে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (সূরা হুজুরাত: ১২) তোমরা ক্ষেপানের উদ্দেশ্যে একে অপরের নাম রেখে না। এটি পাপাচারী ও দুরাচারীদের কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষেপায় সে ঐ একই অবস্থায় নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না। নিজ ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। যখন একই ঝরনা থেকে সবাই পানি পান করছো কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি নির্ধারিত আছে। কেউ জাগতিক নীতির ভিত্তিতে সম্মানিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই মহান যে খোদাভীরু বা মুত্তাকী। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (সূরা হুজুরাত: ১৩)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬)

অতএব, রমজানে যে তাকওয়া আপনারা বৃদ্ধি করেছেন এর দাবি হলো পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত থেকে উন্নততর করা এবং পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও উত্তম আদর্শ স্থাপন করা।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,আমি অনেকবার বলেছি তোমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হও ও একতা বজায় রাখ। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তোমরা অবিচ্ছেদ্য সত্তা হয়ে যাও, নতুবা তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে। নামাযে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর আদেশ এজন্যই দেওয়া হয়েছে যাতে পারস্পরিক ঐক্য বজায় থাকে। বিদ্যুৎ শক্তির ন্যায় একজনের পুণ্য অন্যের মাঝে সঞ্চালিত হবে। যদি মতানৈক্য থাকে, ঐক্য না থাকে, তাহলে তোমরা বঞ্চিত থাকবে। "

বর্তমান বিশেষ অবস্থার কারণে যদি দূরত্ব রাখা হয়ে থাকে তাহলে এটি কেবল প্রয়োজনের নিরিখে রাখা হচ্ছে। এতে কোন শিশু বা অন্য কেউ এটা ভাববেন না যে, এটি স্থায়ী নিয়ম। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। দুরত্বও কমছে। ইনশাআল্লাহ্ স্বাভাবিক অবস্থাও এসে যাবে। আসল বিষয় এটিই যে, যখন মসজিদের সারিতে দাঁড়াবেন তখন পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। এই বিষয়টি সর্বদা মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, প্রয়োজন সাপেক্ষে একটি সাময়িক ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছিল যাতে কমপক্ষে বাজামা'ত নামায অব্যাহত থাকে। এজন্যই দূরত্ব রাখা হয়েছে। আশা করা যায় যেভাবে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে দ্রুত অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

যাহোক তিনি (আ.) বলেন,মহানবী (সা.) বলেন, পরস্পরকে ভালোবাস। আর একে অন্যের অবর্তমানে অদৃশ্যে দোয়া কর। এটি খবুই গুরত্বপূর্ণ বিষয়। একে অন্যের অজান্তেই দোয়া কর। কেউ দোয়ার জন্য বলুক বা না বলুক, তুমি তাকে জান বা না জান, মোটের ওপর জামা'তের সদস্যরা একে অপরের জন্য বা জামা'তের জন্য জামা'ত হিসেবে দোয়া করলে এটি অনেক বড় পুণ্যের কাজ।

তিনি (আ.) বলেন, যদি এক ব্যক্তি অজান্তে ও অদৃশ্যে দোয়া করে তাহলে ফিরিশতা রাবলে, তোমার জন্যও যেন এমনই হয়। কত মহান কথা, মানুষের দোয়া গৃহীত না হলেও ফিরিশতার দোয়া তো গৃহীত হয়। আমি উপদেশ দিচ্ছি আর বলছি, পরস্পরের মাঝে যেন বিভেদ না হয়। আমি দুটি বিষয় নিয়ে এসেছি। প্রথমত, আল্লাহর তওহীদ অবলম্বন কর, দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন কর।

সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর যা অন্যদের জন্য নিদর্শন হয়। এই বৈশিষ্ট্যই সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ (সূরা আলে ইমরান: ১০৪) অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়কে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। স্মরণ রেখ, প্রীতি ও ভালোবাসা এক নিদর্শন। স্মরণ রেখ, তোমাদের মধ্য থেকে যতক্ষণ প্রত্যেকে নিজ ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ না করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে ততক্ষণ সে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে বিপদে নিপতিত। তার পরিণাম শুভ নয়। " (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮)

খোদাতা'লার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, খোদাকে ভালোবাসার অর্থ কী? নিজ পিতামাতা, জীবনসঙ্গী, সন্তান, মোটকথা প্রতিটি বিষয়ের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (সূরা বাকারা: ২০১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লাকে সেভাবে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে থাক, বরং এর চেয়েও বেশি। বরং গভীর ভালোবাসার সাথে স্মরণ কর। প্রকৃত তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, খোদার ভালোবাসা থেকে পূর্ণ অংশ নেয়া। কিন্তু এই ভালোবাসা প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ কর্মের ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ণ না হবে। অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমেও ভালোবাসা প্রমাণ করতে হবে। শুধু কথায় কাজ হবে না। যদি কেউ শুধু মিছরির নাম নিতে থাকে এতে তার মুখ মিষ্টি হয়ে যায় না। শুধু চিনির নাম নিলে মুখ মিষ্টি হয়ে যাবে এমন নয়। অথবা মুখে তো বন্ধুত্বের কথা বলে, কিন্তু বন্ধুর বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা হতে বিরত থাকলে বন্ধুত্বের দাবি সত্য প্রমাণিত হয় না। একইভাবে যদি খোদার তওহীদের কেবল মৌখিক দাবিই করা হয় আর খোদার ভালোবাসার দাবিও বুলিসর্বস্ব হয়, তাহলে কোন লাভ নেই। বরং মৌখিক দাবির চেয়ে কার্যত করে দেখানো বেশি জরুরী। মৌখিক অঙ্গীকারের কোন মূল্য নেই; ব্যাপারটি তেমন নয়। আমার কথার অর্থ হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি কর্মের সত্যায়ন আবশ্যক। এজন্য আবশ্যক হলো, খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করা। এটাই ইসলাম। এটাই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এখন সেই ঝরনার কাছে আসে না যা আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করেছেন সে নিশ্চয় হতভাগা। যদি কিছু নিতে হয় এবং উদ্দেশ্য সাধন করতে হয় তাহলে সত্যানুসন্ধানীর উচিত সেই ঝরনার দিকে অগ্রসর হওয়া, সামনে পা বাড়ানো আর এই প্রবহমান ঝরনার কিনারায় নিজের মুখ রেখে দেয়া। কিন্তু এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ অন্যদের সাথে সম্পর্কের জামা পরিত্যাগ করে নিজ প্রভুর আস্তানায় বিনত না হবে; আর এই অঙ্গীকার না করবে যে, পার্থিব সম্মান বিনষ্ট হলেও আর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়লেও খোদাকে পরিত্যাগ করবে না। আর খোদা তা'লার পথে সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইবরাহীম (আ.)-এর অসাধারণ নিষ্ঠা এটাই ছিল যে, তিনি পুত্রকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো অনেক ইবরাহীম সৃষ্টি করা। "

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ইবরাহীম হওয়ার চেষ্টা করা। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, ওলী হও, ওলীর পুজারী হইও না, পীর হও পীরের পুজারী হইও না। পীর হয়ে এমন নয় যে, পীরদের ন্যায় অহংকার এবং দম্ভ সৃষ্টি হবে, বরং বিনয় ও বিনম্রতা সৃষ্টি কর, বিশ্বস্ততা সৃষ্টি কর- এটি হলো এর অর্থ। বর্তমান যুগের পীরদের ন্যায় জাগতিকতার বহিঃপ্রকাশ করা এর অর্থ নয়। তিনি বলেন, তোমরা সেসব পথে আগমন কর। নিঃসন্দেহে সেগুলো সংকীর্ণ পথ। কিন্তু সেগুলোতে প্রবেশ করে প্রশান্তি ও আরাম লাভ হয়। কিন্তু এই দ্বার দিয়ে অতি হালকা হয়ে অতিক্রম করা আবশ্যক। যদি মাথায় অনেক বড় বোঝা থাকে তাহলে কেবল বিপদই বিপদ। যদি অতিক্রম করতে চাও তাহলে এই বোঝা, যা জাগতিক সম্পর্ক এবং জগৎকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার পুটুলি, তা ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমাদের জামা'ত যদি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাহলে এর উচিত সেটিকে ছুঁড়ে ফেলা। তোমরা নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, যদি তোমাদের মাঝে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তোমরামিথ্যাবাদী আখ্যায়িত হবে এবং খোদা তা'লার সমীপে সত্যবাদী হতে পারবে না। এমতাবস্থায় শত্রুর পূর্বে সে ধ্বংস হবে যে বিশ্বস্ততাকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতাকে অবলম্বন করে। খোদা তা'লা প্রতারিত হন না আর না কেউ তাঁকে প্রতারিত করতে পারে। তাই আবশ্যক হলো তোমরা সত্যিকার নিষ্ঠা ও সততা সৃষ্টি কর। " (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮-১৯০)

তিনি এই বিষয়টিও স্পষ্ট করেন যে, ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে সত্যিকার নিষ্ঠা লাভ হয়। অতএব তা অর্জনের চেষ্টা কর। এর জন্য অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত থাকা প্রয়োজন। অতএব আমাদের উচিত প্রতিটি আগত দিনে বিশ্বস্ত থেকে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক উত্তরোত্তর উন্নত করা।

আমাদের কর্মপন্থা হলো নামাযের প্রতি স্থায়ী মনোযোগ, তা সাজিয়ে-গুছিয়ে আদায় করা, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, অনুধাবন করা এবং এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা, একে অপরের অধিকার প্রদান করা এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত অর্থে একজন সত্যিকার মু'মিনের প্রতিটি কাজ এবং কর্মই তওহীদের প্রতিষ্ঠাকল্পে হয়ে থাকে আর তা-ই হওয়া উচিত। এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল আর এই কথাটি তিনি বারংবার প্রকাশও করেছেন। অতএব এই বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন, নতুবা শুধু বয়আত করে নেয়া কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। এই বিষয়টি একান্ত বিস্তারিতভাবে বহু স্থানে তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন এক স্থানে তিনি বলেন, যে বয়আত ও ঈমান আনার দাবি করে তার খতিয়ে দেখা উচিত যে, আমি কি কেবল খোসা, নাকি শাঁস। যতক্ষণ শাঁস সৃষ্টি না হবে ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, ভালবাসা, শিষ্যত্ব এবং ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবিকারী সত্যিকার দাবিকারক নয়। ভালোবাসার, ঈমান ও আনুগত্যের অথবা বয়আতের দাবি- এগুলো সব কেবল দাবি বৈকী, সত্যিকার দাবি হবে না। স্মরণ রেখো, সত্য কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাঁস ব্যতিরেকে কেবল খোসার কোন মূল্য নেই। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, মৃত্যু কখন চলে আসবে তা জানা নেই। কিন্তু এই বিষয়টি নিশ্চিত যে, মৃত্যু আবশ্যম্ভাবী। অতএব কেবল দাবির ওপর নির্ভর করো না আর আনন্দিত হয়ে যেও না। তা মোটেই কল্যাণকর জিনিস নয়। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর বহু মৃত্যু আনয়ন না করে আর বহু পরিবর্তন এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিক্রম না করে ততক্ষণ সে মানবতার প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে না।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৭)

তিনি বলেন, পৃথিবীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, আমাদের নবী (সা.) তো স্বীয় কর্মের আয়নায় দেখিয়েছেন যে, আমার মৃত্যু ও জীবন সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে। অপরদিকে এখন পৃথিবীতে মুসলমানরা রয়েছে। কাউকে যদি বলা হয়, তুমি কি মুসলমান? তখন সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার কলেমা সে পাঠ করে তার জীবনের নীতি তো ছিল খোদার খাতিরে, কিন্তু সে অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান জাগতিক স্বার্থের খাতিরে জীবিত থাকে আর জগতের জন্যই মৃত্যু বরণ করে, যতক্ষণ না মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হয়। যখন মৃত্যু আসে তখন খোদার কথা স্মরণ হয়। ইহজগতই তার লক্ষ্য ও প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তথাপি সে কীভাবে বলতে পারে যে, আমি মহানবী (সা.) -এর আনুগত্য করি। এটি খুবই প্রণিধানযোগ্য বিষয়, এটিকে হালকা বিষয় মনে করো না। মুসলমান হওয়া সহজ কাজ নয়। যতক্ষণ আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর আনুগত্য না করবে আর ইসলামের ব্যবহারিক আদর্শ সৃষ্টি না হবে নিশ্চিন্ত হয়ো না। যদি আনুগত্য ব্যতিরেকে মুসলমান হওয়ার দাবি কর তাহলে এটি কেবল খোসা সর্বস্বই হবে। যদি মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য না করে মুসলমান হওয়ার দাবি কর তাহলে এটি কোন কাজের কথা নয়, এটি কেবল খোলশ হবে। কেবল নাম ও খোলশ নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া বিচক্ষণের কাজ নয়। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক ইহুদিকে এক মুসলমান বলে যে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে বলে যে, তুমি কেবল নাম নিয়েই আনন্দিত হচ্ছ। অর্থাৎ, সে বলে, তুমি কেবল মুসলমান হওয়া নিয়ে আনন্দিত। সেই ইহুদি বলে, আমি আমার পুত্রের নাম খালেদ রেখেছিলাম আর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাকে দাফন করে এসেছি। সে অনন্ত জীবন লাভ করে নি, বরং দীর্ঘ জীবনও তার লাভ হয় নি।

"অতএব বাস্তবতার অন্বেষণ কর। কেবল নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। কতই না লজ্জার কথা যে, মানুষ অসাধারণ নবী (সা.)-এর উম্মত হয়েও কাফেরদের ন্যায় জীবন যাপন করবে। তোমরা নিজের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর, সেই একই অবস্থা সৃষ্টি কর। আর দেখ যে, যদি সেই অবস্থা সৃষ্টি না হয় তাহলে তোমরা তাগুত তথা শয়তানের অনুসারী। এটি অনেক বড় সতর্ক বাণী যে, অন্যথায় তোমরা শয়তানের অনুসারী হয়ে যাবে, তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হয়ে যাবে। মোটকথা এই কথা এখন খুব ভালোভাবে বোঝা সম্ভব যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়া মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় না হবে আর খোদার ভালোবাসা লাভ না হবে সফল জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। আর এই বিষয়টি সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও অনুসরণ না করবে। আর মহানবী (সা.) স্বীয় কর্মের আয়নায় ইসলাম কী তা দেখিয়ে দিয়েছেন। অতএব তুমি সেই ইসলাম নিজের মাঝে সৃষ্টি কর যেন খোদার প্রিয় হয়ে যাও। " (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৭-১৮৮)

তিনি বলেন, স্মরণ রেখো, আমাদের জামা'তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, সাধারণ জগদ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করবে। কেবল মুখে বলে দেয়া যে, আমরা এই জামা'তের অন্তর্ভুক্ত আর আমল তথা কর্মের প্রয়োজন আছে বলে মনে না করা, যেমনটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা যে, যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি মুসলমান, তাহলে বলে যে, শুকর আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু নামায পড়ে না এবং খোদা নির্দেশক নিদর্শনগুলোর সম্মান করে না। অতএব আমি তোমাদের কাছে এটি চাই না যে, কেবল মৌখিক স্বীকৃতি দিবে আর কোন আমল করবে না। এটি অকেজো অবস্থা। খোদা তা'লা তা পছন্দ করেন না। জগতের এহেন অবস্থার দাবিতেই খোদা তা'লা আমাকে সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান

করেছেন। অতএব এখন যদি কেউ আমার সাথে সম্পর্ক রেখেও নিজ অবস্থার সংশোধন না করে আর ব্যবহারিক বা কর্মগত শক্তি বৃদ্ধি না করে, বরং কেবল মৌখিক স্বীকৃতিকেই যথেষ্ট মনে করে, সে যেন নিজ কর্মের মাধ্যমে এ কথার ওপর জোর দিচ্ছে যে, আমার আগমনের কোন প্রয়োজন নেই।"

অর্থাৎ তার আমল দ্বারা সে যেন এটিই বলছে যে, মসীহ্ মওউদ-এর আগমনের কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব তুমি যদি নিজ আমল দ্বারা এটি প্রমাণ করতে চাও যে, আমার আগমন নিরর্থক তাহলে আমার সাথে সম্পর্ক রাখার অর্থ কী? আমার সাথে যদি সম্পর্ক গড়ে থাক তাহলে আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ কর। আর তা হলো, খোদার সমীপে নিজের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষামালার ওপর সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যেভাবে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) করে দেখিয়েছেন এবং সাহাবীরা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সঠিক উদ্দেশ্য অবগত হও আর তার ওপর আমল কর। খোদার নিকট কেবল এতটুকুই যথেষ্ট হতে পারে না যে, মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হবে আর কর্মে কোন আলো বা তৎপরতা থাকবে না। স্মরণ রেখো, সেই জামা'ত, যা খোদা তা'লা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা কর্ম ব্যতিরেকে জীবিত থাকতে পারে না। এটি হলো সেই অসাধারণ জামা'ত যার প্রস্তুতি হযরত আদমের যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এমন কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করেন নি যিনি এই আহ্বানের সংবাদ প্রদান করেন নি। অতএব এর মূল্যায়ন কর। আর এর মূল্যায়ন হলো, নিজ আমল দ্বারা এটি প্রমাণ করে দেখানো যে, সত্যানুসারীদের দল তোমরাই। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০-৩৭১)

সুতরাং এটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে। অতএব আমরা যদি এই দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করে থাকি যে, তিনি-ই সেই মসীহ্ ও মাহদী যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছিলেন, তাহলে আমাদেরকে নিজেদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে; এক বিপ্লব সাধন করতে হবে, জগতের জন্য এক দৃষ্টান্ত হতে হবে, হুকুকুল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য) ও হুকুকুল ইবাদ (তথা সৃষ্টজীবের প্রাপ্য) প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রমজান মাসে যে প্রশিক্ষণ আমরা লাভ করেছি তা বছরের অবশিষ্ট মাসগুলোতেও অব্যাহত রাখতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় আমি যে একটি কর্মপন্থা উপস্থাপন করেছি- সেটি পালনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের নামাযগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে পড়তে হবে, কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী পালন করতে হবে, পরস্পরের অধিকার প্রদান করতে হবে, তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কেবল তবেই আমরা বয়আতের কর্তব্য পালনকারী হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন।

দোয়া করুন, পৃথিবীর জন্যও দোয়া করুন যেন পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি হয়। নিজেদের মাঝে যেসব শত্রুতা বিরাজ করছে, এক দেশ আরেক দেশের ওপর আক্রমণ করছে- তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এবং তারা এসব কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত হোক। অন্যথায় পৃথিবী দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবমান হচ্ছে। তারা যদি নিজেদের স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারে; কেবলমাত্র তখনই তারা এথেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

তেমনিভাবে যেসব আহমদী (ধর্মীয় কারণে) কারাবন্দি রয়েছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন। পাকিস্তানে আহমদীরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন- তা থেকে উত্তরণের জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর আরও কিছু দেশে বিরাজমান পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন। আফগানিস্তানের কারাবন্দিরা রয়েছেন- তাদের জন্যও দোয়া করুন; আলজেরিয়ার কারাবন্দিরা আছেন- তাদের জন্যও দোয়া করুন। পাকিস্তানে একদিকে প্রচলিত আইনের কারণে, অন্যদিকে মৌলভীদের ভয়ে কিংবা জনতার কারণে বা জনতার ভয়ে বিচারকরা সঠিক রায় প্রদান করারও সুযোগ পায় না; আল্লাহ্ তা'লা পরিস্থিতি পরিবর্তন করুন এবং পাকিস্তানেও আহমদীরা স্বাধীনভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করুক।

নামাযের পর আমি একটি জানাযাও পড়াব, এটি উপস্থিত জানাযা। (জানাযা হলো) শ্রদ্ধেয় আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের, যিনি সম্প্রতি আল-শিরকাতুল ইসলামিয়া, যুক্তরাজ্যের সভাপতি ছিলেন। তিনি ফয়সালাবাদের ডা. আব্দুল হামীদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২৭ এপ্রিল তারিখে ৮৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ চেরাগ দীন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন এবং মরহুম ঈসা খ্যাত হযরত মুহাম্মদ হোসেন সাহেব (রা.) ও মিয়াঁ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, যিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদের যুগে প্রাইভেট সেক্রেটারীও ছিলেন- তাদের বংশধর ছিলেন। আরশাদ বাকী সাহেব ১৯৫৫ সালে ইংল্যান্ডে আসেন এবং এখানে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি স্বস্ত্রীক ফযল মসজিদেই থাকতেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে চাকরির সুবাদে সৌদি আরব চলে যান এবং ৭২ সাল পর্যন্ত সেখানেইথাকেন। সৌদি আরবে অবস্থানকালে তিনি হজ্জ ও উমরা উপলক্ষ্যে আগত আহমদীদের সেবা করারও সৌভাগ্য লাভ করেন, যাদের মাঝে কয়েকজন সাহাবীও ছিলেন। সৌদি আরবে অবস্থানকালে আহমদী হবার কারণে তিনি আল্লাহ্‌র পথে কারাবন্দি হবারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তাকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, আহমদীয়াতের অস্বীকার করলে তাকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে; তিনি বন্দিদশা মেনে নেন, কিন্তু আহমদীয়াত পরিত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। যাহোক ১৯৭২ সালে তাকে সেদেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। এখানে আসার পর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন হিজরত করেন তখন তিনি তাঁকে নিয়ে আসার জন্য হল্যাণ্ডেও গিয়েছিলেন। এরপর তিনি হল্যাণ্ড থেকে তাঁর সাথেই যুক্তরাজ্যে আসেন। যুক্তরাজ্যে তিনি সেক্রেটারী জায়েদাদ হিসেবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। ইসলামাবাদের জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর হিসেবেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। অফিসার জলসা সালানা যুক্তরাজ্য, আফ্রিকা ট্রেডের সভাপতি এবং আল শিরকাতুল ইসলামিয়ার সভাপতি হিসেবেও দীর্ঘসময় সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে। তার এক ছেলে নাবিল আরশাদ সাহেব এখানে জামা'তের অনেক কাজ করেন।

তার সম্পর্কে দপ্তরের একজন প্রাক্তন কর্মী মুবাশ্বের জাফর সাহেব বলেন, যদিও তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলেন এবং জামা 'ত থেকে কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না, তবুও তিনি অনেক দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করতেন এবং অত্যন্ত সময়ানুবর্তী ছিলেন। (শারীরিকভাবে) অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন আট-দশ ঘন্টা অফিসে এসে বসতেন আর কখনো অসুস্থতার পরোয়া করেন নি। তিনি আরো বলেন, দ্বিতীয়ত তিনি নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করতেন। এমনকি এক কাপ চা পর্যন্ত নিজের হাতে বানানোর চেষ্টা করতেন। চা বানিয়ে দিলে কাপ অন্য কাউকে ধুতে দিতেন না, বরং নিজেই ধুতেন। কখনো কখনো দুপুরের খাবারের সময় সেখানে অর্থাৎ ডিয়ার পার্কে খাবারের টেবিলে লোকেরা কিছু প্লেট রেখে গেলে তিনি কাউকে কিছু না বলে নিজেই সেগুলো উঠিয়ে রাখতেন এবং টেবিল পরিষ্কার করে দিতেন। টয়লেট পরিষ্কার করার লোক না আসলে অনেক সময় প্রয়োজনে তিনি নিজেই টয়লেট পরিষ্কার করতেন। কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অনেক বিনয় ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। তার স্মরণশক্তিও অনেক ভালো ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামা'তের হিসাব-নিকাশ বা যে দায়িত্বসমূহই তার ওপর ছিল তা খুবই উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছেন। নিয়মিত এবং বাজামা'ত নামায আদায়কারী ছিলেন, খিলাফতের প্রতি অনেক সম্মান রাখতেন, খিলাফতের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে, তার ব্যক্তিগত মত ভিন্ন হলেও সেই সিদ্ধান্তকে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উদার মনে এবং সানন্দে মেনে নিতেন আর নিজের মতামতকে ভুলে যেতেন। পরামর্শের বিষয়ে ওয়াদুদ মালেক সাহেব বলেন, আমি তার থেকে বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও যখনই তার নিকট যেতাম তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিনয়ের সাথে দিকনির্দেশনা দিতেন আর আমার সাথে এমন আচরণ করতেন যেন আমি তার চেয়ে বয়সে ছোট নই বরং সমান।

মুনীর-উদ্দীন শামস্ সাহেবও তার সম্পর্কে লিখেছেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রথম দিকে ইসলামাবাদের বাড়ি-ঘরের প্রয়োজনীয়তার খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেছিলেন, খুবই সুন্দরভাবে তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। একইভাবে আল শিরকাতুল-ইসলামিয়ার দায়িত্বও তিনি শেষ পর্যন্ত খুবই উত্তমরূপে পালন করেছেন। এম.টি.এ.-র সাথেও তার সম্পর্ক ছিল। এম.টি.এ.-র যে সকল আর্থিক বিষয়াদি ছিল বা কোন চুক্তি ইত্যাদি ছিল সেগুলোতেও তার অনেক ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদেরও ধর্মের সেবা করার সুযোগ দিন এবং তাদেরকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। যেভাবে আমি বলেছি, নামাযের পর মরহুমের হাযের জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। আমি বাহিরে গিয়ে জানাযার নামায পড়াব।

****

১ পাতার শেষাংশ

পারে না আর শত সহস্র ত্রুটি এবং কলুষতা তাতে পাওয়া যায়, সেই শিক্ষা যখন আল্লাহ্ তা'লার তৈরী আধ্যাত্মিক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিতহয় তখন তা খাঁটি দুধের ন্যায় হয়ে যায় যা থেকে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের কোনও প্রকার ক্ষতি সাধিত হয় না। বরং সমস্ত প্রকারের উপকার হয়। তাই পশুদের দেহে যে দুধ তৈরী হয় তা থেকে মানুষ কেন শিক্ষা নেয় না এবং একথা বোঝে না মানুষের প্রকৃত খাদ্য প্রকৃতিগতভাবে তখনই তৈরী হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আধ্যাত্মিক দুধে পরিবতন করে দেন। এই কাজ মানুষ নিজে করতে পারে না। যে ঘাসকে দুধে রূপান্তরিত করতে পারে না তা প্রকৃতি দ্বারা নিরূপিত আবেগকে কিভাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষায় পরিবর্তিত করতে পারে?

চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। কতই না সূক্ষ্ম বিষয়। চারপেয়ে জন্তুরা আমাদের খাদ্য হিসেবে কাজে আসে, তাদের থেকে দুধও নেওয়া যায়। তাদের মাংসও খাওয়া যায়। এছাড়াও এদেরকে বাহন হিসেবেও কাজে লাগানো যায়। আরবে প্রধানত উট এই কাজে আসত। কেননা সেখানে গরু কম। কিন্তু অন্যান্য দেশে গরুও বাহনের কাজ করে। আর থাকল ছাগল এবং ভেড়ার প্রসঙ্গটি। এরাও পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহনের কাজে আসে। বিশেষ করে যখন খাড়া পাহাড়ে মাল নিয়ে যাওয়া হয় তখন এদের উপর অল্প অল্প করে আসবাব পত্র চাপিয়ে মেষ পালনকারীরা এদের দিয়ে ভাড়াও খাটায়। আমি কাংড়ায় দেখেছি, লাহওয়াল-এর পার্বত্য অঞ্চল থেকে আসা মেষপালকরা ভেড়ার উপর নিজেদের মালপত্র চাপিয়ে এনেছে। শত শত ভেড়ার উপর দশ বা কুড়ি সের করে মাল চাপানো ছিল, যা এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা করছিল। অতএব সমস্ত চারপেয়ে জন্তুরা-ই মালবহনের কাজে আসে। তাই 'ইবরত' শব্দটি 'উবুর' ধাতু থেকে উদ্ভুত যার অর্থ সফর করাও অর্থও বটে। আর এখানে এই শব্দ ব্যবহার করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জন্তুদেরকে পরিবহেনর কাজে লাগাও আর তোমাদের মালপত্র এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়, কিন্তু তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অর্থাৎ নিজেদের বুদ্ধি চালনা করার সময় এদের সাহায্য নাও না।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৯)

পর্দা সম্পর্কে খুলাফায়ে আহমদীয়াতের নির্দেশাবলী

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন: 'বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড়া কাটা ও সেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে সেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেনন প্রকাশ না পায়।"

আমি খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের- যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে ইসললামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ... মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলা..... এগুলি সবই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের তাদের কোন কোন কাজে স্বাধীনতাও প্রদান করেছে।

কোনও জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখে নি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেওয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্বপ্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামাতের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন।"

(খুতবা জুমআ, ৬ই জুন,১৯৫৮)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন: "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামাত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা, আমাদের জামাতের নিয়ম,কুরআন করীমের কোনও আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নিহিত।"

(আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী ওসোলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন: " যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক।, এরপর তারা বলবে আমাদের অর্ধনগ্ন হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।"

(পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: বোরকার মাঝেও যেন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়।প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমরা বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই,শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন-নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বিরত থাকা, এ সকল বিষয়ের তদারকি কররবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।"

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে হাজার হাজার উলেমা ও মুবাল্লিগ বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পোঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) বিভিন্ন সময় আহমদী ছাত্রদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই ধমীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হুযুরের নির্দেশের আলোকে বেশি বেশি ওয়াকফে নও এবং যারা ওয়াকে নও নয় এমন ছাত্রদেরও জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধমীয় শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত।

২০২২-২০২৩ শিক্ষা বছরের জন্য জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির প্রক্রিয়া এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের ভর্তির প্রক্রিয়া অন লাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। অতএব, সেই ছাত্ররা যারা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা ওয়াকে নও বিভাগ (নাযারত তালিম) -এ ইমেল বা চিঠি পাঠান। ভর্তির শর্তের জন্য নাযারত তালিম বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। (সদর, ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্লানিং কমিটি, ওয়াকফে নও, ভারত)

ভুল সংশোধন

২৪ শে মার্চ, ২০২২ তারিখের ১২ নং সংখ্যায় হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখের যে জুমআর খুতবা প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই আয়াতটি প্রকাশিত হয়েছে।

''وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ۔''

সঠিক আয়াত নিম্নরূপ--

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ ۔اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۔يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ۔

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

১০ই নভেম্বর, ২০১৩

টোকিওতে সাংবাদিক সম্মেলন এবং একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। (পরবর্তী অংশ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলামের এই নীতি অনুসারেই আমরা ধর্মপ্রচার করে থাকি। আমরা ইসলামের শিক্ষা মেনে চলি যাতে খোদার নৈকট্য লাভ হয় এবং আমরা খোদার সৃষ্ট জীবের অধিকার প্রদান করতে পারি। অতএব, এই বার্তা এবং শিক্ষা আমরা অপরের জন্য পছন্দ করি এবং তাদেরকে পৌঁছে দিই। আাদের 'নারা' হল- ভালববাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে। এটি সেই শিক্ষামালারই সারাংশ।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক কি? তিনি নারী শক্তির প্রসারের বিষয়েও প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান থেকে তিন বছরের এক মেয়ে হিজরত করে যুক্তরাষ্ট্রে এল এবং সেখানে পি.এইচ.ডি করল। এবং সে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদেও ছিল। আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রালয়ের একটি পদেও ছিল। আমার মতে পাকিস্তানে মহিলাদের অনেক মেধা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীর গঠন এবং মানুষের সৃষ্টি থেকে শুরু করে বিগ ব্যাং, ব্ল্যাকহোল এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখ ও দিকনির্দেশনা রয়েছে।

পাকিস্তানের সব থেকে বড় ও নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুস সালা নিজের গবেষণার বিষয়ে কুরআন করীমের সাহায্য নিতেন। তিনি বলতেন, কুরআন করীমের সাতশটি আয়াত আছে যা বিজ্ঞানের বিষয়ে পথপ্রদর্শন করে। আমাদের মতে বিজ্ঞান এবং ধর্মের মাঝে কোনও বিরোধ নেই।

মেয়েদের শিক্ষার্জন এবং তাদের যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর বিষয়ে বলতে হয় যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার জন্য জ্ঞান করা আবশ্যক। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে আর সে তাদেরকে সর্বোত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন।

সুইজারল্যাণ্ডে পাতালে যে বিগ ব্যাং-এর বিষয়ে কাজ হচ্ছে, সেখানে বিজ্ঞানীদের যে দলটি কাজ করছে তাতে আমাদের একজন আহমদী মেয়েও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আহমদী মেয়েরা ছেলেদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। যে সব মেধাবী ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আর্থিক অসংগতির কারণে পিছিয়ে থাকে জামাত তাদেরকে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। আফ্রিকায় আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরী করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা চাই তারা শিক্ষার্জন করুক, গবেষণা করুক এবং এগিয়ে যাক।

হুযুর আনোয়ার গবেষণার বিষয়ে বলেন: যদি ক্লোনিং করে খোদার সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন আনার চেষ্টা কর আর এই ধরণের খামখেয়ালী কর, তবে এর পরিণাম ভয়াবহ হবে, বিপদ ঘনিয়ে আসবে। তাছাড়া পরকালেও শাস্তি আছে। কেননা তোমরা খোদা তা'লার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনছ যার অনুমতি তোমাদেরকে দেওয়া হয় নি। হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি মানুষের মাঝে ক্লোনিং করার চেষ্টা করা হয় তবে এমন ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যা মানবতাকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় টেনে আনবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ৩০ শতাংশ নির্ধারিত থাকে। কিন্তু এই সব দেশে এমনটি নেই। জাপানেও নেই। আপনার কাছে ইসলামিক দেশগুলির তথ্য রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামিক দেশগুলির তথ্য আমার কাছে নেই। যদি উন্নত দেশগুলিতে এ বিষয়ে অভিযোগ থাকে তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকতে পারে? তাদের পুরুষরাও তো এত বেশি শিক্ষিত নয়। তাই তাদের মেয়েদের বিষয়ে আর কি বলা যেতে পারে? তারাও পুরুষদের মত হবে।

জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে আমি জানি যে খোদার কৃপায় মেয়েরা শিক্ষার্জন করে আর অন্যদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা অন্যাদেরকেও এ বিষয়ে সাহায্য করি।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, পাকিস্তানে আহমদীদের উপর কেন অত্যাচার হচ্ছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমানেরা কার্যত নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষাকে ভুলে বসবে। কুরআন করীম থাকবে কিন্তু তার শিক্ষা অনুসৃত হবে না। সেটি হবে এক অন্ধকারময় যুগ। উলেমারা এমন হবে যারা মানুষকে বিপথে চালিত করবে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে আর মানুষকেও পথভ্রষ্ট করবে। সেই যুগে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে আল্লাহ্ তা'লা একজন সংস্কারককে আবির্ভূত করবেন তিনি হবে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী। তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং কুরআন করীমের শিক্ষার প্রচার করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী মসীহ ও মাহদী এসে গিয়েছেন আর আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এই অপেক্ষায় বসে আছে যে আগমণকারী মসীহ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। এখানে উলেমা সাধারণ মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে। যাতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় থাকে। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের সিংহভাগই এই সব উলেমাদের অনুসরণ করছে। যদি উলেমাদের উপেক্ষা করা হয় আর কেবল ইসলামী রাষ্ট্রগুলিও বিবেক করে তবে সাধারণ মানুষ দ্রুত বুঝে ফেলবে যে কারা সঠিক, কারা হিদায়তের উপর রয়েছে আর এই সব তথাকথিত উলেমাদের ভূমিকা কি? তাই সেই মসীহ ও মাহদীকে মান্য করার কারণেই আমাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে। এটি হল আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ধর্ম হল মানুষের অন্তরের বিষয়। ধর্মের বিষয়ে কোনও জোরজবরদস্তি নেই। প্রত্যেক দেশের নাগরিক তার পছন্দের ধর্মকে বেছে নিতে পারে। ধর্মের বিষয়ে কোনও কঠোরতা হওয়া কাম্য নয়। তবলীগ বা প্রচারের নির্দেশ রয়েছে সেই মত ধর্মের বাণী পৌঁছে দেওয়া উচিত। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজের ধর্মের প্রচার ও প্রসারের অধিকার রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ব্যবস্থা মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে আঁ হযরত (সা.) কে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, মুসলমানদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ইসলামী শিক্ষানুসারে আর ইহুদীদের সিদ্ধান্ত হবে ইহুদী শরিয়ত অনুসারে আর অন্যান্য যে সব গোত্র রয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত হবে তাদের প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে। অতএব, রাষ্ট্রীয় আইন এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যা প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক নাগরিককে তার অধিকার প্রদান করবে। রাষ্ট্রের কাজ হল প্রত্যেক নাগরিককে তার অধিকার দেওয়া, তার ধর্মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা নয়।

জাপান বৌদ্ধ প্রধান দেশ। হিন্দু, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এখানে বাস করে। প্রত্যেকেরই তাদের নাগরিক অধিকার পাওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি নাগরিক অধিকার না দেওয়া হলে অরাজকতা তৈরী হবে। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা উচিত। কুরআন করীম কোনও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে।

মুসলমান দেশগুলিতে ইসলামি শরীয়ত অনুসারে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক নাগরিককে তাদের ধর্ম গ্রহণ করে তা মেনে চলতে বাধ্য করা যেতে পারে না।

মুসলমান দেশগুলি কুরআনে বর্ণিত পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত কিছু আইনকে তাদের রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাতে অসুবিধের কিছু নেই। কিন্তু জোর করে কোনও নাগরিককে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কোনও দেশের নেই। এটা অন্যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জাতি সংঘের অধীনে মানবাধিকারের তালিকায় সমস্ত দেশ যুক্ত আছে। সেই অনুসারে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে আর প্রত্যেক দেশে এই তালিকা অনুসারে কাজ হওয়া উচিত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

এবং প্রত্যেক নাগরিকে অধিকার প্রদান করা উচিত।

জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রে যে অধিকার একজন নাগরিক ভোগ করে, প্রত্যেক মুসলিম দেশের নাগরিকও সেই সব অধিকার ভোগ করে। কুরআন করীম জুলুম করার আদেশ দেয় না। কুরআন শিক্ষা দেয়, তোমরা ন্যায় নীতি অবলম্বন কর, আল্লাহ্‌র কারণে কঠোরভাবে তত্ত্বধান কর এবং ন্যায়ের সপক্ষে সাক্ষী দাও। কোনও জাতির প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে কখনোই যেন ন্যায় নীতি থেকে বিচ্যুত হতে প্ররোচিত না করে। অতএব, প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার কর এবং ন্যায় নীতি অবলম্বন কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে ন্যায় নীতির সহিত প্রত্যেক নাগরিককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। এছাড়া প্রতিবেশীর অধিকার প্রদান করারও জরুরী। চল্লিশটি পরিবার পর্যন্ত প্রতিবেশিদের অধিকার প্রদান করা উচিত। কিন্তু এখানেই থেমে না থেকে এগিয়ে গেলে প্রতিবেশি দেশের অধিকারও প্রদান করা উচিত। যদি এমনটি হয় আর প্রতিবেশি দেশগুলির অধিকার সুরক্ষিত থাকতে শুরু করে তবে কোথাও কোনও অশান্তি ও অরাজকতা থাকবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) একবার বলেছেন- প্রতিবেশিদের অধিকার সম্পর্কে আমাকে এতবেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে আমার মনে হয়েছে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী না বানিয়ে দেওয়া হয়। তাই ইসলাম অধিকার প্রদান করে, আত্মসাৎ করে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: চরমপন্থীরা যদি ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদী কার্যলাপ করে থাকে তবে তাদের সেই সব কাজের সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা সেই সব কাজ নিজেদের স্বার্থের জন্য করে থাকে, ইসলামের শিক্ষার প্রচারের জন্য তা করছে না। আমি এককথাটি সর্বত্রই পুনরাবৃত্তি করি যে, আল কায়েদা এবং তালেবান প্রভৃতি যে সব উগ্রবাদী সংগঠনগুলি রয়েছে তারা ইসলামের নামে নিজেদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই সব কাজ ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, আর তা ইসলামের কেবল সুনাম হানি করছে।

****

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা জাপানের সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক।

জেনেরাল সেক্রেটারী সাহেব নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আমাদের দুটি জামাত- নাগোয়া এবং টোকিও। হুযুর আনোয়ার বলেন: দুটি জামাত থেকে নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন এবং বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীরা নিজের নিজের বিভাগ নিয়ে পর্যালোচনা করবে। সদর সাহেবের পক্ষ থেকেও রিপোর্ট সম্পর্কে মন্তব্য থাকা উচিত। এভাবে কর্মতৎপরতা উন্নত হবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী মাল-এর কাছে হুযুর আনোয়ার বাৎসরিক বাজেট, উপার্জনশীল সদস্য এবং এখানকার মানুষদের মাসিক আয় সম্পকে জানতে চান। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: বাৎসরিক বাজেট দেড় কোটি ইয়েন এবং উপার্জনশীল সদস্যের সংখ্যা ৯০ শতাংশ যাদের মধ্যে ৭৯ শতাংশ সদস্য চাঁদা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত।

হুযুর আনোয়ার বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন আঞ্জিকে চাঁদার গুণগতমান, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের আয় সম্পর্কে তথ্য নেন এবং নির্দেশ দেন যে, চাঁদার হার আরও বাড়তে পারে আর আপনাদের দেড় কোটি ইয়েনের বাজেট সাধারণ লোকদের দিয়ে পুরো হয়ে যেতে পারে। অথচ এখানে ব্যবসায়ী এবং উচ্চ উপার্জনশীল লোকেরাও আছেন। তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলুন যাতে তারা জামাত কর্তৃক নির্ধারিত হারে চাঁদা দেওয়ার চেষ্টা করে। চাঁদা কোনও কর নয়, এটি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেওয়া হয়। যেটুকু দিবেন তা সততার সঙ্গে দিন। লোকে যেন ভুল তথ্য না দেয়।

ন্যাশনাল ওসীয়্যত সেক্রেটারী সাহেব নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: মুসীদের সংখ্যা ৪৬ জন। যাদের মধ্যে ১৮জন মহিলা। সেই সব মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন উপার্জন করেন না। ৫০ শতাংশ সদস্যদের ওসীয়্যত করার যে লক্ষ্য মাত্রা পূর্ণ করতে হত তা উপার্জনশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। এই দিক থেকে আপনার লক্ষ্যমাত্রা এখনও অধরা থেকে গেছে। তাই এই ব্যবধান কমিয়ে আনুন এবং নিজের লক্ষ্য অর্জন করুন। একজন মুসীর তাক্বওয়া এবং নামাযের মান খুব উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল চাঁদার মান উন্নত করাই লক্ষ্য নয় বরং উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক মানও উচ্চ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেক্রেটারী আমুরে আমা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: লোকেদের কর্ম সংস্থান তৈরীতে সহযোগিতা করি এবং ব্যবসা বাণিয্যে তাদের সাহায্য করি। এই বিভাগের অধীনে আরও অনেক জনকল্যাণমুখী কাজ করার তৌফিক লাভ করছি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজি-কে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: এখানকার মানুষদের ওয়াকফে আরজি করতে উৎসাহিত করুন। এখানে অনেক কাজ হওয়ার সুযোগ আছে। সেক্রেটারী সাহেব বলেন: ওয়াকফে আরজি করার আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু কোনও উত্তর পাই নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহ্বান জানিয়ে বসে থাকা উচিত নয়, বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। ফলো আপ করতে হবে। নিজেদের কাজ সুসংহত পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করুন।

সেক্রেটারী সাহেব কুরআন পাঠ শিক্ষার রিপোর্ট পেশ করে বলেন: আমরা সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস নিচ্ছি। কিন্তু ছেলে এতে অংশগ্রহণ করে না। হুযুর বলেন: জাপানী ভাষায় পড়ান আর যে সব বাচ্চারা ক্লাসে অংশগ্রহণ করে না তাদের জন্য মুরুব্বী এবং সেক্রেটারী সাহেবের কাজ হল অঙ্গ সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে চেষ্টা করা এবং তাদের ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত করা। অনবরত কাজ করে যেতে হবে। একটি সময় আসবে যখন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়তকে হুযুর আনোয়ার দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ছেপে বাড়ি বাড়ি পোঁছে দিন। লোকেরা সেগুলি পড়ে নিবে আর তা তাদের তরবীয়তের জন্য জরুরী। এখানকার জীবনযাত্রার মান খুব উন্নত। জাগতিকতার প্রতি মনোযোগ বেশি। তরবীয়তের অনেক বেশি প্রয়োজন।

সেক্রেটারী তবলীগ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন: এ বছর জাপানে তিনটি বয়আত হয়েছে। হুযুর জানতে চান যে, তবলীগে জন্য কোন কোন্ বই পুস্তক রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত বইপুস্তক এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অনুদিত বই পুস্তকের খোঁজ খবর নেন। কিশতিয়ে নূহ এবং ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফি প্রকাশিত হয়েছে এছাড়াও দিবাচা তফসীরুল কুরআন এবং লাইফ মহম্মদ-এর অনুবাদও হয়েছে। হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে, যে যে বই গুলির অনুবাদের কাজ শেষ হয়েছে সেগুলি দ্রুত প্রকাশের পরিকল্পনা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: উকিলে আলা সাহেব খুতবা জুমার সারসংক্ষেপ বের করে পাঠান সেগুলির অনুবাদ করে জামাতের প্রত্যেক সদস্যের কাছে পোঁছে দিন। প্রতি সপ্তাহে যেন লোকের কাছে অনুবাদ পোঁছে যায়। ইমেল করে পাঠিয়ে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের জন্য দুই পাতার লিফলেট ছাপান এবং ব্যাপকহারে বিতরণ করুন। আজ আপনারা আসাকুসা পরিদর্শনের সময় বিতরণ করছিলেন। এই কথা শুনে এক ব্যক্তি বললেন, পঞ্চাশ কপি বিতরণ করেছি। হুযুর বলেন, বেশি সংখ্যক কপি সঙ্গে রাখতে হত। এক হাজার সঙ্গে থাকলেও তা বিতরণ করা যেত।

হুযুর বলেন: লিটেরেচার প্রকাশনার কাজ যথারীতি পরিকল্পনা সহকারে করা উচিত। জাপানে প্রকাশনার কাজের খরচ বেশি লে সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশ করা যেতে পারে। যুক্তরাজ্য থেকেও করা যেতে পারে। আপনারা এখন একটি নতুন জায়গা পেয়ে গেছেন যা বেশ প্রশস্ত। দুই চার মাসের মধ্যেই আপনারা স্টোরেজের জন্য জায়গা পাবেন। তাই লিটেরেচার প্রকাশনার কর্মসূচি তৈরী করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন লিটেরেচার তৈরীর সময় এই পরিকল্পনাও মাথায় রাখতে হবে যে, জাপানী জাতিকে তাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী কেমন লিটেরেচার দিতে হবে এবং কোন বিষয়বস্তু

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 2 June, 2022 Issue No. 22

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তাদের জন্য পছন্দ করতে হবে এবং ধর্মের প্রতি আগ্রহ তৈরী করতে এবং খোদার প্রতি বিশ্বাস তৈরী করতে কি করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদরকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন: তবলীগের জন্য কর্মসূচি তৈরী করুন এবং খুদ্দামদেরকে এই কাজে নিযুক্ত করুন। কিছু প্রশ্ন তৈরী করে এবং কয়েকটি এলাকা চিহ্নিত করে গবেষণা সমীক্ষা করুন। এই সমীক্ষার পরিণামে প্রশ্নগুলির যে উত্তর পাওয়া যাবে তা থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে তাদের প্রকৃতি কেমন, কি তাদের সমস্যা আর তাদের উত্তরের জন্য কোন্ ধরণের বইপুস্তকের দরকার। হুযুর আনোয়ার মজলিসে আমেলার সদস্যদের নির্দেশ দিয়ে বলেন: তবলীগের জন্য নিজেদের সাধ্যের মধ্যে থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করুন। আপনারা বড় বড় পরিকল্পনা করছেন। প্রথমে ছোট ছোট স্তরে কাজ করে দেখান এরপর পরের স্তরে পা বাড়ান। বড় বড় পরিকল্পনা তৈরী করার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে প্রাথমিক স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়েই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের চেষ্টা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মজলিসে আমেলার সদস্যদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তবলীগ শুরু করে দিলে পাঁচ ছয়টি বয়আত এভাবেও হতে পারে। আপনাদের মধ্য থেকে অনেকেরই জাপানীদের সঙ্গে কর্মসূত্রে যোগাযোগ আছে, অনেক সহকর্মী আছে, তাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ নিবেদন করেন যে, নাগোয়ার পর টোকিওতেও মসজিদের খুব প্রয়োজন। এখানে জামাতের সেন্টারে জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে যার বাৎসরিক খরচ অনেক বেশি। আপাতত যদি এখানে সেন্টার তৈরী করে নেওয়া হয় তবে ভাড়ার এই খরচটুকু সাশ্রয় হতে পারে।

হুযুর বলেন: প্রথমে নাগোয়া মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ করুন এবং জামাতকে নথিভুক্ত করুন। তারপর টোকিওর পরিকল্পনা হাতে নিবেন। মোটামুটি দুটি কক্ষ, ওজুর জায়গা ইত্যাদি বানানো যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে জানান যে টোকিওতে জামাতের যে জায়গাটি আছে সেখানে পঞ্চাশ বা একশ জন লোকের নামায পড়ার মত একটি ছোট হলঘর, দুই একটি কক্ষ, রান্নাঘর এবং ওজুর জায়গা ইত্যাদি তৈরী করা হলে কত খরচ হবে।

হুযুর আনোয়ারের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয় যেত জামাতের হাতে থাকা জমিটি টোকিও থেকে বেশ বাইরে এবং শহর থেকে দূরে অবস্থিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: যেখানে আহমদীদের বসতি আছে সেখান থেকে আধ ঘন্টার দূরত্বে উপযুক্ত কোনও জায়গা দেখুন যেখানে মসজিদ তৈরীর অনুমতি পাওয়া যাবে। কিম্বা যদি কোনও তৈরী হওয়া বাড়ি বা হলঘর পাওয়া যায় নিয়ে নিন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি সহকারে থাকতে শিখুন। আপনাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি তৈরী হলে আপনাদের কাজে বরকত হবে।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন: ছাত্রদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজটি সম্পূর্ণ করুন। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যে সব ছাত্ররা পড়াশোনা করছে তাদের তথ্য সম্পূর্ণ করুন। বয়সানুসারেও তাদের তথ্য রাখুন, কতজন ছাত্র কি কি বিষয় নিয়ে পড়ছে এই সব তথ্য এর মধ্যে এসে যাবে।

আনসারুল্লাহ্‌র জায়ীম বলেন: আমরা জাপানের বিভিন্ন গ্রন্থশালায় পাঁচশটি কুরআন রেখেছি। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই কাজটি অন্যদেরকেও করতে বলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: জনকল্যাণমুখী কাজের মাধ্যমে পত্রপত্রিকা এবং সংবাদ মাধ্যমে জামাতের পরিচয় সামনে আসে আর বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের পরিচিত তৈরী জরুরী যাতে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর রূপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয় আর তাদের মন থেকে ইসলামের নেতিবাচক চিত্র মুছে যায়।

জাপান থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা

আজ জাপান থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রার দিন ছিল। হুযুর আনোয়ার সাড়ে আটটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সম্মিলিত দোয়ার পর টোকিওর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিমানবন্দরে সকাল থেকেই টোকিও এবং নাগোয়ার জামাতের সদস্যরা হুযুরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে সমবেত হয়েছিল।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের দুই জন প্রোটোকল অফিসার বিশেষ ব্যবস্থাপনার জন্য বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। এই বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে হুযুর আনোয়ার (আ.)-বিমানবন্দর আসার পূর্বেই মালপত্র বুকিং, বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ, পাসপোর্ট-এ এক্সিট মোহর লাগানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

নটা চল্লিশ মিনিটে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিমানবন্দরে আসেন। তাঁর আগমণ মাত্রই প্রোটোকল অফিসার হুযুরকে স্বাগত জানিয়ে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বিদায় সম্ভাষণকারীদের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং সকলকে হাত তুলে সালাম জানিয়ে বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে চলে যান। দুই জন প্রোটোকল অফিসার হুযুরকে ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জে নিয়ে আসেন যেখানে তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এখান থেকে এগারোটার সময় তিনি বিমানে সওয়ান হন। প্রোটোকল অফিসার হুযুরকে বিমানের দরজা পর্যন্ত রেখে আসেন।

ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজ-এর বি.এ ০৬ বিমানটি বেলা এগারোটা কুড়ি মিনিটে নারিটা বিমানবন্দর থেকে লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টার একটানা যাত্রার পর বিমানটি লন্ডনের স্থানীয় সময় সাড়ে তিনটের সময় হিথরো বিমান বন্দরে অবতরণ করে। যুক্তরাজ্যের সময় জাপানের সময়ের থেকে ৯ ঘন্টা পিছনে। বিমানের দরজায় একজন প্রোটোকল অফিসার হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশেষ লাউঞ্জে নিয়ে আসেন।

যুক্তরাজ্যের আমীর মাননীয় রফিক আহমদ হায়াত, মুবাল্লিগ ইনচার্জ আতাউল মুজীব রাশেদ,মাননীয় আখলাক আহমদ আঞ্জুম সাহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিস কর্মী মাননীয় জাহুর আহমদ সাহেব, সাহেবযাদা মির্যা ওয়াকাস আহমদ সাহেব (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া,যুক্তরাজ্য) এবং মেজর মাহমুদ আহমদ সাহেব (বিশেষ নিরাপত্তা অফিসার) হুযুরকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন। ইমিগ্রেশন অফিসার এই লাউঞ্জেই পাসপোর্ট দেখেন। হুযুর আনোয়ার এখান থেকে চারটের সময় রওনা হয়ে প্রায় পাঁচটার সময় মসজিদ ফজল লন্ডনে পদার্পণ করেন। যেখানে জামাতের সদস্যরা হুযুরকে স্বাগত জানাতে সমবেত ছিলেন। মসজিদ ফজলের বেষ্টনী রঙ বেরঙের পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। মসজিদের বাইরের অংশে এক দিকে মেয়েরা এবং বালিকারা দাঁড়িয়ে হুযুরের অপেক্ষায় ছিল। হুযুর সেদিকে আসেন এবং হাত তুলে সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলার পর নিজের বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন। হুযুর আনোয়ার সফর থেকে সফলভাবে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তাই আজ প্রত্যেকের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত ছিল।

আজ আল্লাহ্‌র কৃপায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামিস (আই.) এর সুদূর প্রাচ্যের দেশ সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং জাপানের ঐতিহাসিক সফর আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ এবং কল্যাণে সফল ভাবে সম্পন্ন হল। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার অশেষ প্রশংসা।

****

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir